কোরক – I

ভাগ — I

প্রথম শ্রেণির জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তক

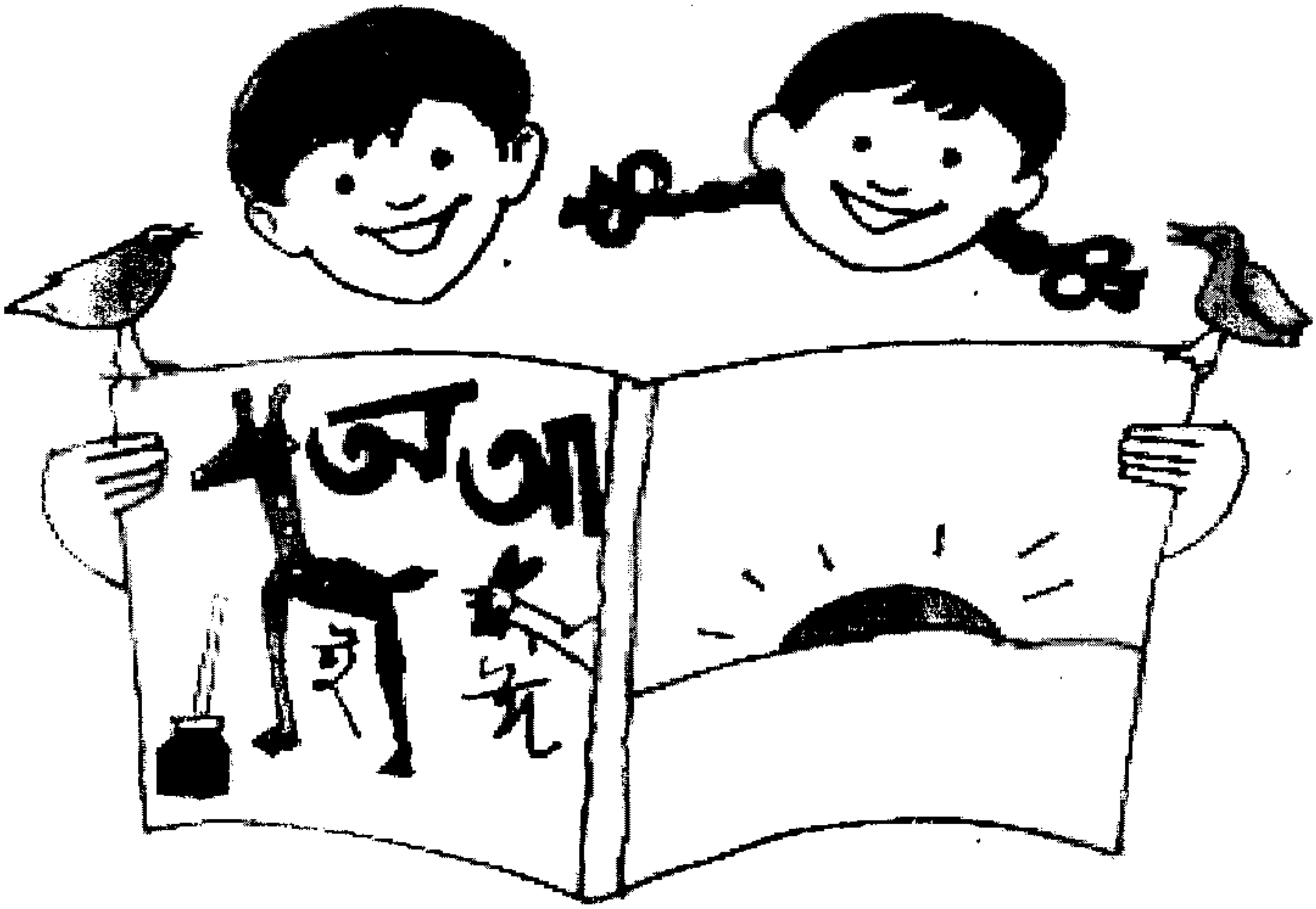

(রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার, পাটনা কর্তৃক বিকশিত)

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং কর্পোরেশন লিমিটেড, পাটনা

নির্দেশক (প্রাথমিক শিক্ষা), শিক্ষা বিভাগ, বিহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ।

সৌজন্যে – রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, পাটনা, বিহার ।

সর্ব শিক্ষা অভিযান কার্যক্রমের অন্তর্গত
পাঠ্য পুস্তকের নিঃশুল্ক বিতরণ ।
ক্রয় বিক্রয় দণ্ডনীয় অপরাধ ।

@ বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাটনা

সর্ব শিক্ষা অভিযানঃ 2012 - 13

বিহার স্টেট টেক্সটবুক পাবলিশিং করপোরেশন লিমিটেড, পাঠ্য পুস্তক ভবন, বুদ্ধ মার্গ, পাটনা - 800 001 দ্বারা প্রকাশিত এবং

প্রস্তাবনা

মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিহার সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিহার রাজ্যের প্রাথমিক শ্রেণিগুলির জন্য নতুন পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যক্রমের উপর নির্ভর করে S.C.E.R.T কর্তৃক বিকশিত এবং বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম কর্তৃক মুদ্রিত করা হোল। এই বইটি বিহার রাজ্যের পাঠ্য পুস্তক রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

বিহার রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার (শ্রেণি – I থেকে XII) গুণগত মান বজায় রেখে শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সফল রূপকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নীতীশ কুমার, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী হরি নারায়ণ সিং এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের মুখ্য সচিব শ্রী অঞ্জনী কুমার সিংহ। এঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের প্রত্যাশা এই বইগুলি রাজ্যের বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের জন্য জ্ঞানোপযোগী প্রমাণিত হবে। S.C.E.R.T র নির্দেশকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বর্তমান বইটি যুগোপযোগী এবং শিক্ষার্থীদের চেতনা বিকাশে সহায়ক হবে। যদিও বিকাশ ও পরিবর্ধনের যথার্থতা ভবিষ্যতই নিরূপিত করবে তবুও প্রকাশন এবং মুদ্রণে উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রতি দায়বদ্ধ বিহার রাজ্য পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন নিগম সর্বদাই অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক পরামর্শ গ্রহণ করতে আগ্রহী। এর ফলে দেশের শিক্ষা জগতে বিহার রাজ্য শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণের অধিকারী হতে পারবে।

আশুতোষ, ভা.ব.সে

নির্দেশক,

বিহার রাজ্য পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশন নিগম লি০

সম্পাদকের নিবেদন

কোরক, প্রথম ভাগ, মাতৃভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষা শেখার প্রথম পাঠ্য - পুস্তক রূপে প্রণীত হয়েছে । এটি সাহিত্য পুস্তক নয়।

কোরক দ্বিতীয় ভাগে যুক্তাক্ষর শেখানো হয়েছে। শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম চরণে 'শোনা' তারপর 'বলা', পড়া ও লেখা। শোনার দক্ষতা আয়ত্তে আনার পর সে বলতে শেখে। মুখের কথাকে লিপির মাধ্যমে দেখতে ও পড়তে শেখে। এরপর সে লেখার অভ্যাসও ক্রমশঃ আয়ত্তে আনে । শিক্ষকের প্রাথমিক কাজ হলো শিশুর মধ্যে যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা, তাকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করা ।

ভাষা শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মজাত ক্ষমতা। ভাষা শিক্ষার প্রথমস্তরে মাতৃভাষার শিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। সেই শিক্ষাসংক্রান্ত বুনিয়াদি সত্যকে মনে রেখে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। পাঠগুলিকে যথাসম্ভব সহজ, সরল ও চিত্তাকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিশুর মানসিক গ্রহণযোগ্যতার কথা সর্বদা মনে রাখা হয়েছে। এতে কিছু ছড়া, রূপকথা, নীতিকথা, ছোট ছোট গল্প রাখা হয়েছে। পাঠগুলিকে রসগ্রাহী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পদ্যগুলি শিশুমনের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে। শিশুমনকে আকৃষ্ট করার জন্য ছন্দের উপর নির্ভরশীল ছড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। শিশুরা যাতে ছড়াগুলি মুখস্ত করে আবৃত্তি করতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে ।

এই বইতে রঙীন ছবি সমেত ২২ টি পাঠ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অংশে অনুশীলন যুক্ত পাঠ গুলির বাইরে চারটি কবিতা পরিবেশন করা হয়েছে। এগুলি পরীক্ষার আওতায় আসবে না। তবে এই কবিতাগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে ।

বাঙলা দেশ ও পশ্চিমবঙ্গে যেটি মান্য কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা রূপে সমাজে ও সাহিত্যে স্বীকৃতি পেয়েছে, অর্থাৎ নদীয় ও শান্তিপুর কলকাতার ভাষা, সেই ভাষারই লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ অনুসরণ করা হয়েছে। বাঙলা দেশ, পঃবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি সরকারও এই ভাষাকেই নিম্ন প্রাথমিক বাঙলা পাঠের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই জন্যই ঐ স্বীকৃত কথ্য ভাষার লিখিত রূপ ও উচ্চারণ এই বই - এ প্রয়োগ করা হয়েছে ।

প্রতিটি পাঠের শেষে যে- সব প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও সংশ্লিষ্ট বিষয় বা রচনার মৌখিক প্রশ্ন আলোচনা করলে ভাল হয় ।

বইটির নাম 'কোরক' অর্থাৎ কুঁড়ি বা মুকুল। আমাদের ছোট ছোট কোরকের মত শিশুর হাতে বইটি তুলে দেওয়া হোল যার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত সুরভিত কুসুমে পরিণত হবে।

নব প্রজন্মের নবীন শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে যুগোপযোগী এই বইটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক ভাবে রচিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি সাধনে শিক্ষার্থী ও মাননীয় শিক্ষকগণের গঠনমূলক, সৃজনশীল পরামর্শ অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা গ্রহণ করব ।

দিক্ নির্দেশ - সহ পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমন্বয় সমিতি

* **শ্রী রাজেশ ভূষণ,** রাজ্য পরিযোজনা নির্দেশক
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **শ্রী মুখদেব সিং** - ক্ষেত্রীয় শিক্ষা উপ নির্দেশক
  তিরহুত প্রমণ্ডল
* **শ্রী বসন্ত কুমার** — শৈক্ষিক নিবন্ধক,
  বি. এস. টি. পি. সি. পাটনা
* **ড. শ্বেতা শান্ডিল্য** — শিক্ষা বিশেষজ্ঞ,
  ইউনিসেফ, পাটনা
* **শ্রী হাসান ওয়ারিস** — নির্দেশক
  এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **শ্রী রামেশ্বর পাণ্ডেয়** — কার্যক্রম পদাধিকারী,
  বিহার শিক্ষা পরিযোজনা - পাটনা
* **ড. এস. কে. মোইন** — সদস্য সচিব
  বিভাগাধ্যক্ষ এস. সী. ই. আর. টি, পাটনা
* **ড. জ্ঞানদেব মণি ত্রিপাঠি** — প্রাচার্য,
  টি. আই. এইচ. এস, পাটনা

সংযোজক ঃ

ড০ স্নেহাশিস দাস — অধ্যাপক, শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিহার

বাংলা ভাষা পাঠ্যপুস্তক বিকাশ সমিতি

ড০ বীথিকা সরকার

শিক্ষক, পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, পাটনা,

অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ, বি. এন. কলেজ,
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা

সমীক্ষক

ড০ গুরুচরণ সামন্ত

অবসর প্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, কলেজ অফ কমার্স, মগধ বিশ্ববিদ্যালয় ।

ড০ রাত্রি রায়,

অবসর প্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় ।

শিক্ষকদের জন্য

পঠন পাঠন শুরু করার আগে এই অংশটি অবশ্যই পড়ে নিতে হবে ।

১। বইটি বিহারের পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রথম শ্রেণির বাংলা মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক রূপে রচিত । জাতীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান ও প্রশিক্ষণ পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভাগ – ১ কোরক । এতে বাঙলা ভাষা ও লিপির প্রয়োগ - পদ্ধতিতে ভাষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বিত করা হয়েছে ।

২। পড়াশোনা সম্বন্ধে ছোটদের অনাগ্রহ থাকা স্বাভাবিক । সেটি কাটিয়ে ওঠার জন্য, আগেই বর্ণপরিচয় বা বর্ণ লিখনে হাত না দেয়াই ভাল । বরং বই-এর প্রথম দিকের ছবির বর্ণনা ও গল্প দিয়ে আগে তাদের মনকে আকর্ষিত করাই শ্রেয় । এই পদ্ধতিতে ছোটদের মন ও দৃষ্টিকে ধীরে ধীরে বই-এর দিকে কেন্দ্রিত করে আনতে হবে ।

৩। তারপর আছে ছবি দেখে গল্প শোনানো ও বলানোর পালা । এই বই-এর চিত্র-কাহিনিগুলি বাঁ থেকে ও উপর থেকে নিচে, এই ক্রম অনুসারেই বাংলা লেখা-পড়ার কাজ হয় । চিত্র কাহিনির নিচে গল্পের ভাষায় দেওয়া আছে। সংকেতগুলির গল্প বানানোর ও তার সাহায্যে গল্প বলার আগ্রহ বাড়ানো যাবে । তারা নিজেদের মনের ভাব গুছিয়ে বলতে শিখবে । এরই সঙ্গে তারা নিজেদের নিরীক্ষণ শক্তিকে ডান দিক থেকে বাঁয়ে ও উপর থেকে নিচে সরিয়ে আনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে ।

৪। এরপর আছে কয়েকটি সরল আঁকিবুকি অভ্যাস করানো । ছোটরা সেগুলি দেখে ও অনুকরণ করে, নিজেদের স্লেট, বোর্ড বা কাগজে আঁকবে । আঁকবে প্রধানতঃ বাঁ দিক থেকে ডাইনে, উপর থেকে নিচে । তাদের খড়ি বা পেন্সিল এই ক্রমই এগোবে কারণ, বাংলা বর্ণমালা (বিশেষ করে ব্যঞ্জন) লেখার সাধারণ গতি এইটিই । এই আঁকিবুকির সাহায্যে ছোটরা বাংলা অক্ষরের প্রায় সব অংশের সঙ্গে পরিচিত হবে ও নিজেদের লেখনী শক্তিকে নিয়মিত করার দক্ষতা অর্জন করবে ।

৫। দু-তিন সপ্তাহ ধরে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত হলে তারপর শুরু হবে অক্ষর পরিচয় । অক্ষর পরিচয়ের অন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তার মুল সুত্রগুলি নিম্নরূপ —

ক) ছোটরা ছবির সাহায্যে আগে শব্দ, তার পর অক্ষর ও শেষে বাক্য শিখবে । পুরানো পদ্ধতি অনুযায়ী আগেই বর্ণমালা মুখস্থ করানো হবে না ।

খ) কোনো শব্দ পড়াবার আগে, সেই শব্দ সম্পর্কিত ছবিটি দেখিয়ে বলতে হবে নিচে এরই নাম লেখা আছে । এটি বারবার বললে আঁকা বস্তু ও তার নামের লিখিত রূপ ও উচ্চারিত শব্দের একটা যোগসুত্রের ধারণা ছোটদের মনে গেঁথে যাবে । কয়েকবার অভ্যাস করালেই, তারা ছবি থেকে নাম ও নাম থেকে ছবি চিনে নিতে পারবে । পরে, ছবিটি না থাকলেও তারা শব্দটি চিনে নেবে । যে সব স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের সমাহারে শব্দটি গঠিত, সেই বর্ণগুলি আলাদা করে নিচে দেওয়া আছে । শব্দের পরে এবার বর্ণগুলিকে আলাদা আলাদা করে চিনতে হবে । ঐ বর্ণগুলি চিনলে, পরে তারা ঐসব বর্ণ দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ পড়ার যোগ্যতাও অর্জন করবে ।

গ) প্রথম শ্রেণিতে ভাষা শিক্ষার জন্য প্রথম জোরটা দিতে হবে অক্ষর ও অক্ষর-সমাবেশে গঠিত শব্দগুলিকে চেনানো লেখানোর উপর ।

এই বই-এ যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার বেশির ভাগের সঙ্গেই ছোটরা আগে থেকেই পরিচিত । তাদের শেখাতে হবে, কী কী অক্ষর দিয়ে সেগুলি গঠিত । সেই অক্ষরগুলি চিনতে ও লিখতে শেখাতে হবে । এই সব কারণে, যেসব শব্দ ও অক্ষর বেশি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি আগে শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে । প্রায় এক চেহারার অক্ষরগুলিকে একসঙ্গে পর পর শেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যেমন - **ব র ক থ ঝ, ত অ আ ভ, ন প ল** প্রভৃতি । অর্থাৎ, শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহারের আধিক্য ও অক্ষরের ক্ষেত্রে আকৃতিগত সাদৃশ্য - এই দুই বিষয়কে যথাসাধ্য সমান্বিত করে পাঠের ক্রম সাজাবার চেষ্টা করা হয়েছে ।

ঘ) যে-পাঠে যে স্বরবর্ণের সূচনা করা হয়েছে, সেখানেই তার **কার** - প্রয়োগও দেখানো হয়েছে, যথা, **'ব'** এবং **'আ' শিখিয়েই 'বাবা'** শেখানো হয়েছে। া -কার 'ি' ও 'ে' - কার শিখিয়ে পরবর্তী পাঠগুলিতে ক্রমান্বয়ে অন্যান্য স্বরবর্ণ ও তারই সঙ্গে তাদের **'কার'** প্রয়োগও দেওয়া হয়েছে। কোথাও যুক্তাক্ষর শেখানো হয়নি। 'বংগ' 'জংগল' প্রভৃতিতে যুক্তাক্ষর ভেঙে দেখানো হয়েছে।

ঙ) বর্ণমালা দেওয়া হয়েছে। তার আগের পাঠগুলি শেষ হলে তখন বর্ণমালা মুখস্থ করাতে হবে।

চ) প্রতিটি পাঠে, আগের শেখানো বর্ণ ও শব্দের যথাসাধ্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বইটিতে প্রায় ১২০০ শব্দ শেখানো হয়েছে।

ছ) অক্ষর লিখতে শেখার ক্ষেত্রে, প্রথমে অক্ষরের অংশ, তারপর সেটি বাড়িয়ে বা অন্য অংশের সঙ্গে জুড়ে পুরো অক্ষর, তারপর একাধিক অক্ষর জুড়ে শব্দ ও একাধিক শব্দ জুড়ে বাক্য লিখতে শেখানো হয়েছে। বিরাম ও অন্যান্য চিহ্নও প্রযুক্ত হয়েছে।

জ) মনে রাখতে হবে, ভাষা শিক্ষা মানে শুধু পড়তে বা লিখতে শেখাই নয়। এরই সঙ্গে শুনতে, বলতে, ভাবতে ও নিজের ভাব সহজ সরলভাবে প্রকাশ করতে পারার গুণগুলিও বিকশিত করা।

প্রবেশিকা - পাঠন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব

১। স্কুলের অপরিচিত পরিবেশে আসার ফলে ছোটদের মধ্যে যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ থাকে তা দূর করার জন্য, প্রথম সপ্তাহটি শুধু কথাবার্তা, গালগল্প, আবৃত্তি-গান, খেলাধূলা প্রভৃতি কাজে লাগান। তারপর বই-এর কাজ শুরু করুন।

২। প্রথমে ছবির পাতাটি খুলে সাধারণ ভাবে গৃহপালিত ও বন্য পশু সম্বন্ধে বলুন। পরে যান - বাহন সম্বন্ধে বলুন। যে জন্তু বা পাখি সম্বন্ধে বলবেন, তার ছবিটি ছোটদের আঙুল দিয়ে দেখাতে বলুন, যেমন, ময়ূরের ঝুঁটি ও ল্যাজ অথবা হাতির শুঁড়, পা প্রভৃতি। এর ফলে বড় থেকে ছোট, পুরো থেকে অংশের প্রতি দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত করার অভ্যাস হতে থাকবে।

৩। এর পর ছবির গল্পে আসুন। প্রশ্ন করে ছবির ক্রমিক ঘটনা বর্ণনা করান ও ক্রমগুলির মধ্যে সম্বন্ধ কি তা বের করতে বলুন। প্রয়োজন মত তাদের সাহায্য করুন। এতে তাদের সংকোচ দূর হবে, বলার অভ্যাস বাড়বে ও অংশ জুড়ে জুড়ে সম্পূর্ণের ধারণা খাড়া করতে শিখবে।

৪। এরই সঙ্গে সঙ্গে অথবা এর পর, চিত্রাংশ আঁকাতে শুরু করান।

৫। বর্ণ বা শব্দের উচ্চারণে যদি আঞ্চলিক টান এসে যায়, তাহলে ক্রমাগত ঠিক উচ্চারণ করিয়ে সংশোধিত রূপটি জিহ্বাগত করাবার চেষ্টা করুন।

৬। **'বক' 'বর'** - এর ছবিযুক্ত পাঠ 1 থেকে মূল লেখাপড়ার কাজ শুরু হবে। তাদের পড়া জিনিসটাই নতুন, তাই তাদের কাছে প্রথম পাঠটি কঠিনতম ঠেকাই স্বাভাবিক। এই কারণে খুবই ধৈর্যের সঙ্গে প্রথম পাঠের সূচনা করতে হবে। এর জন্য 3 /4 দিন সময় দিতে দ্বিধা করবেন না।

৭। কমপক্ষে প্রথম ৬/৭ টি পাঠ পড়াবার সময় কার্ডের সাহায্য নিতে চেষ্টা করুন। পাঠের অক্ষর ও শব্দ, ভিন্ন ভিন্ন কার্ডে বড় বড় অক্ষরে; সম্ভব হলে নানা রঙে, লিখে কার্ড করে রাখুন। এটি যথেষ্ট সহায়ক।

৮। প্রতিটি পাঠের নিচে যে পাঠ সংকেত দেওয়া আছে সে গুলি আগে পড়ে নিলে ভাল হয়, অবশ্যই সে গুলি সুপারিশ মাত্র। আশাকরি অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক মন্ডলী নিজ নিজ পরিবেশ ও দক্ষতা অনুসারে উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করতে পিছপা হবেন না।

৯। বইটি সম্বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামত প্রার্থনীয়।

মুখবন্ধ

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2005 এবং বিহার রাজ্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের রূপরেখা 2008 এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত ও নতুন পাঠ্যসূচির উপর নির্ভর করে এই বইটি রচিত হয়েছে। এই বইটি রচনা কালে মনে রাখা হয়েছে — "শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল বিহারের স্কুল সমূহের শিক্ষার্থীদের এমনভাবে সক্ষম করে গড়ে দেওয়া যাতে তারা নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে যথাসম্ভব সার্থক ও সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে। সেই সঙ্গে একথাও যেন তারা বুঝতে পারে যে সমাজের অন্যান্যদেরও এই ধরনের চেষ্টা করার পূর্ণ অধিকার আছে।" এই শিক্ষাক্রম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে বিদ্যালয় জীবন ও তার বাইরের জীবন চর্যার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা থাকা উচিত নয়। পাঠ্যপুস্তক ও তার বাইরের জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

এই বইটিতে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তির বিকাশ, তাদের সৃজনীশক্তি, তাদের প্রশ্ন করা ও উত্তর পাবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সৃজনাত্মক যাবতীয় কর্মকাণ্ডের পৃষ্টপোষক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও এই প্রশ্নে একমত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি অভিরুচি বাড়াবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করতে হবে। লেখক-পরিচয়, মূল পাঠ ও তৎসংলগ্ন অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নগুলিকে ছাত্রদের উপযোগী করে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে হবে। গ্রন্থটি বিকশিত করার সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা হয়েছে। গ্রন্থ রচনার সময় স্মরণে রাখা হয়েছে প্রবহমানতার সঙ্গে সাহিত্যের সৃজনশীলতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে তা যেন বোঝা না মনে হয়।

হাসান ওয়ারিস
নির্দেশক
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ,
পাটনা, বিহার

বই এর কথা

নতুন এই বইটি কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকই নয় এটি শিশুর মানসিক বিকাশ সাধনের সহায়ক । বইটিতে ছবিতে গল্প ও ছড়ার মধ্যদিয়ে প্রথমে মাতৃভাষার বলার দক্ষতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠবে, বন্ধু-বান্ধব ও সবার সঙ্গে ভাব প্রকাশের দক্ষতা অর্জন করবে ।

* স্কুলে আসার আগেই শিশু তার মাতৃভাষায় মোটামুটি নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছাও ব্যক্ত করতে পারে, সে নিজের চারপাশের দৃশ্যাবলী ও বিষয়বস্তুগুলি প্রতিদিন দেখে এবং সেগুলি কী তা জানে । এই পাঠ্যপুস্তকে প্রতিদিনের দেখা পরিচিত ছবির মাধ্যমে শিশু ভাষা লেখা ও শেখার দক্ষতা অর্জন করবে ।

* বইটিতে প্রথম পাঠে 'আ'--কার, 'ই'-- কার ইত্যাদি 'কার' বর্জিত শব্দগুলি দেওয়া হয়েছে ।

* শিশু প্রথম কলম ধরে দাগ কাটার মধ্যদিয়েই সহজভাবে অক্ষর লিখতে শেখে । এইভাবে ধীরে ধীরে সহজ থেকে কঠিনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । প্রথম শ্রেণিতে যুক্তাক্ষর শেখানো হয়নি ।

* পাঠগুলির মধ্য দিয়ে পড়া ও লেখার সঙ্গে সঙ্গে বার বার অভ্যাসের ফলে শিশুর শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে ।

* প্রতিটি পাঠের নিচে পাঠ সংকেতের মধ্যদিয়ে শিক্ষককে শিক্ষণ পদ্ধতির বিষয়ে অবগত করানো হয়েছে ।

* অক্ষর পরিচিতির পর কয়েকটি সহজ পাঠ দেওয়া হয়েছে । পাঠগুলি গাছপালা, পশুপাখি, বাংলার পরিবেশ ও সংস্কৃতি প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে ।

* বইটির নাম 'কোরক' অর্থাৎ কুঁড়ি বা মুকুল । আমাদের ছোট ছোট কোরকের মত শিশুর হাতে বইটি তুলে দেওয়া হল যার মাধ্যমে শিশু ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত সুরভিত কুসুমে পরিণত হবে ।

কোথায় কী আছে

পাঠ	শীর্ষক	বর্ণ	কার চিহ্ন / ফলা চিহ্ন	পৃষ্ঠা
	শুনি আর বলি - 1			1
	শুনি আর বলি - 2			2
	শুনি আর বলি - 3			3
	শুনি আর বলি - 4			4
1.	এসো বর্ণ চিনি	ব, ক, র, ঘ		7
2.	এসো বর্ণ চিনি	অ, আ, ত, ভ, হ,	া	9
3.	এসো বর্ণ চিনি	ই, খ, থ, ট, ন,	ি	15
4.	এসো বর্ণ চিনি	ণ, ল, ম		17
5.	এসো বর্ণ চিনি	ড ড় উ ঊ জ ষ	ু, ূ	20
6.	এসো বর্ণ চিনি	চ ছ ঢ ঢ় ঠ দ		24
7.	এসো বর্ণ চিনি	য য় ফ		26
8.	এসো বর্ণ চিনি	এ ঐ ঞ	ে, ৈ	29
9.	এসো বর্ণ চিনি	ঈ ও ঔ ঙ ী	ী ো, ৌ	31
10.	এসো বর্ণ চিনি	ধ, ঝ, ধ		34
11.	এসো বর্ণ চিনি	গ, প, শ, স		36
12.	কাটুম - কুটুম			38
13.	এসো বর্ণ চিনি		ৎ ং ঃ ঁ	39
14.	আমাদের দেহ			47
15.	বরষা (কবিতা)			48
16.	খাঁচার ভালুক			50
17.	দুই ছাগল			53
18.	বনের পশু			55
19.	নরেন			57
20.	ছুটিতে			59
21.	পয়লা বৈশাখ			63
22.	হাট			67
23.	তপোবন			70
24.	বন ভোজন			74
25.	দিন ও মাসের তালিকা			79
26.	ঠিক্ ঠিক্			82
27.	শক্তের ভক্ত			84

আতা গাছে তোতা পাখি,
ডালিম গাছে মৌ ।
এতো ডাকি তবু কথা
কওনা কেনো বৌ ।।

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করিয়ে ভাব-ভঙ্গী সহ আবৃত্তি করান ।

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা,
সে বছর পুষেছিল একপাল পায়রা ।
বড়বাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায় ।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্‌বক্‌ বকমে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করিয়ে ভাব-ভঙ্গী সহ আবৃত্তি করান ।

খোকা যাবে নায়ে ।
রোদ লাগবে গায়ে ।
হাজার টাকার মলমলী থান
সোনার চাদর গায়ে ।

তোমরা কে বলবে কালো,
পাটনা থেকে হলুদ এনে
গা করব আলো ।

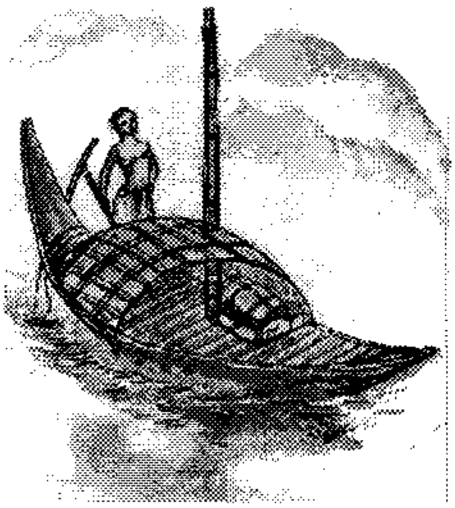

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করিয়ে ভাব-ভঙ্গী সহ আবৃত্তি করান ।

ওখানে কে রে ?
আমি খোকা।
মাথায় কি রে ?
আমের ঝাঁকা ?
খাস্ নে কেন ?
দাঁতে পোকা ।
বিলুস্ নে কেন ?
ওরে বাবা !

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করিয়ে ভাব-ভঙ্গী সহ আবৃত্তি করান ।

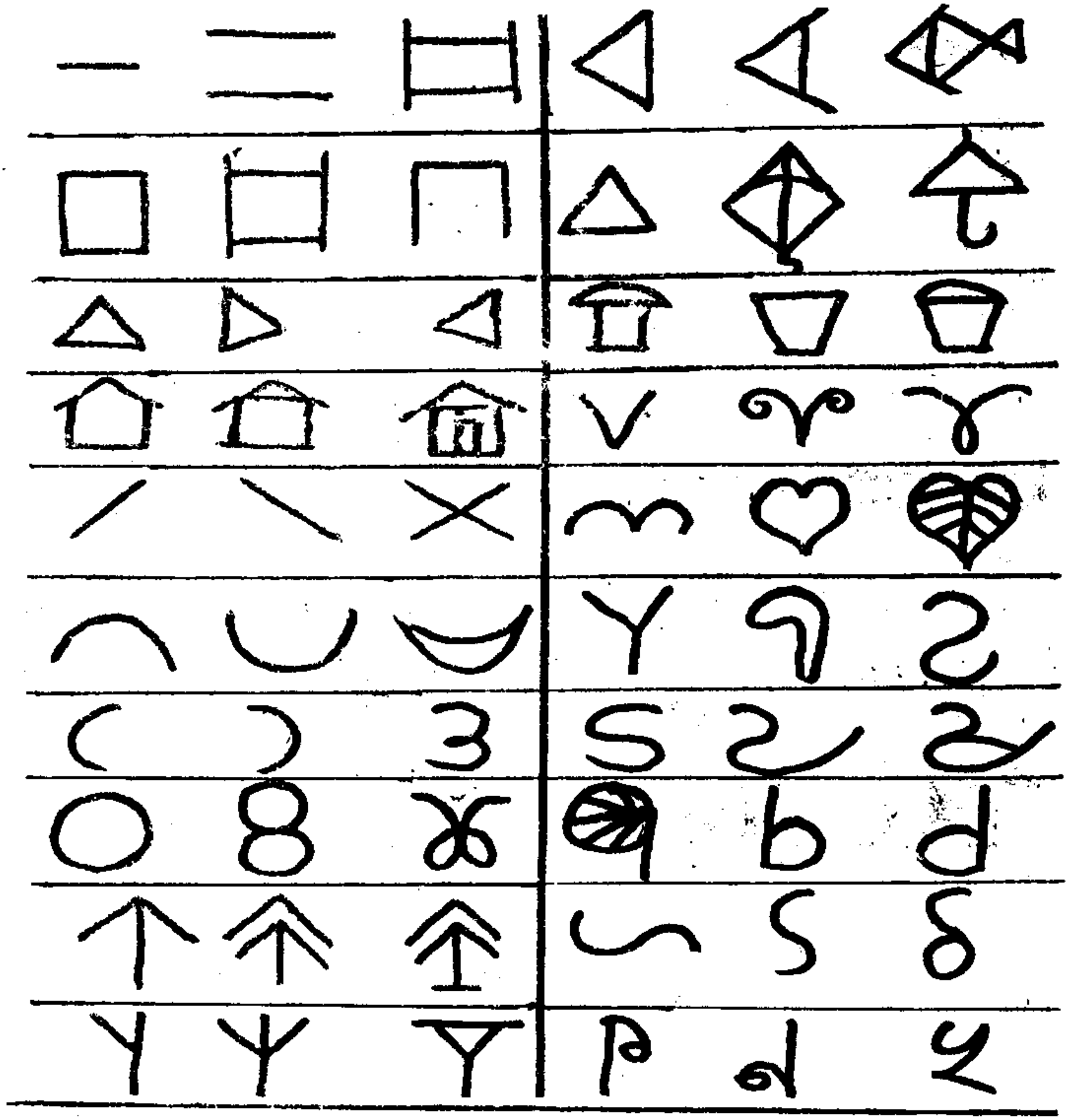

পাঠ সংকেত ঃ এখানে আঁকিবুকি অভ্যাস করার জন্য কয়েকটি ছবি দেওয়া হয়েছে। এগুলি সরল থেকে ক্রমশঃ জটিল হয়েছে। এগুলি আঁকাবার উদ্দেশ্য হল, ছোটদের ঠিকমত লেখন সামগ্রী ধরতে ও ব্যবহার করতে শেখানো এবং পরবর্তী অক্ষর লেখনের জন্য তাদের তৈরি করা। আপনি বোর্ডে এগুলি বড় বড় অক্ষরে এক এক করে এঁকে দেখান। ছোটদের সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে নকল করতে বলুন। আপনার রেখাঙ্কনের গতি যেন প্রধানতঃ বাঁ থেকে ডাইনে ও উপর থেকে নিচে হয়। সেই ক্রমেই ছাত্রদেরও বলুন। আঁকার জন্য বোর্ড, কাগজ, শ্লেট প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। আগে একটি সরলাকৃতি এঁকে তারপর তার জটিল রূপ, এইভাবে এগোন। পেন্সিল ধরা, আঙুল চালানো প্রভৃতি দেখিয়ে দিন। বারবার আঁকান। ধৈর্য্য ও স্নেহ সহকারে তাদের উৎসাহিত করুন আগে বাঁ হাত, ডান হাত, বাঁ দিক, ডান দিক শিখিয়ে নিন।

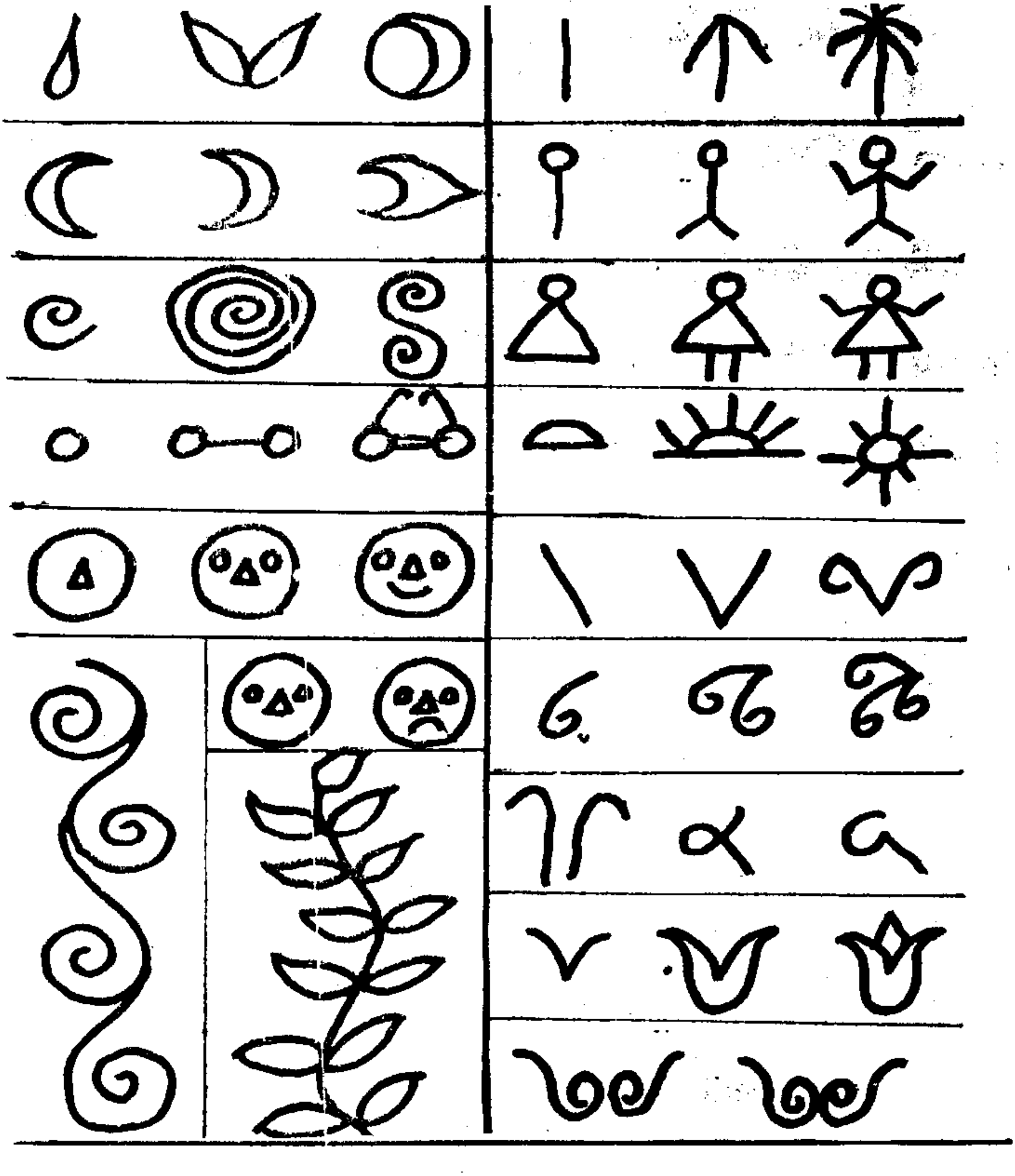

পাঠ সংকেত ঃ এই পৃষ্ঠায় কয়েকটি জটিলতর আঁকিবুকি দেওয়া হয়েছে । আগের ছবিগুলি বারবার অভ্যাস করানোর পর এগুলি এক এক ক'রে বার বার অভ্যাস করান । এর ফলে ছোটরা বাঙলা অক্ষরের মূল কাঠামোর চেহারাটি রেখাঙ্কিত করায় অভ্যস্ত হয়ে উঠবে । দু' একটি ছবি রঙ দিয়ে ভরানোও যায় । এখানে, কোনো অক্ষরের নাম বা কোন্ ছবির সঙ্গে কোন্ অক্ষরের মিল আছে তা বলবেন না । প্রথম থেকেই প্রত্যেকের দিকে আলাদা ভাবে নজর রাখবেন ও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার চেষ্টা করবেন ।

পাঠ — 1

এসো বর্ণ চিনি ঃ

ব ক

ব র

ঘ র

1. **এসো করি**

বাঁ দিকের শব্দগুলিকে ডানদিক থেকে খুঁজে গোল দাগ দাও ঃ

বক		(বক) বর ঘর
বর		ঘর বর বক
ঘর		বক ঘর বর

2. এক রকমের শব্দগুলিকে রেখা দিয়ে যোগ করো ঃ

ঘর   বর   বক

বক   ঘর   বর

পাঠ সংকেত ঃ এখানে অক্ষর বা বর্ণ পরিচয় শুরু হচ্ছে । প্রথমে শুধু ছবিগুলি দেখান ও সে বিষয়ে কথাবার্তা বলুন । জিজ্ঞাসা করুন, কে কে বক দেখেছে, বিয়ে বাড়িতে বর দেখেছে প্রভৃতি । তারপর বলুন যে, বকের ছবির নিচে ওর নাম লেখা আছে **বক,** বরের ছবির নিচে ওর নাম লেখা আছে **বর** । শব্দ দুটি কয়েকবার জোরে জোরে উচ্চারণ করুন । লক্ষ্য করুন, বর-- কে 'বড়' উচ্চারণ করছে না তো ! শব্দ দুটিকে বোর্ড ও কার্ডের সাহায্যে অনেকবার অনুশীলন করান যাতে তারা গোটা শব্দটিকে ঠিকমত চিনে নিতে পারে । প্রথমে শব্দকে অক্ষরে ভেঙে পড়াবেন না । পুরো শব্দকে 'দেখো এবং বলো' পদ্ধতিতে একসঙ্গে পড়ান । ছাত্ররা লেখার সময় শব্দটিকে অক্ষরে ভাঙতে শিখবে। দ্বিতীয় পাঠ শেষ করে, তারপর ১ম ও ২য় পাঠের বর্ণগুলিকে একসঙ্গে লেখানোর অভ্যাস করানই ভালো ।

অঙ্ক-বই-এ ছাত্রদের আরবি সংখ্যা সূচক শিখতে হবে । পড়া শুরু করার আগে প্রতিটি পাঠে বলুন — আজ আমরা 'পাঠ এক পড়ব', আজ 'পাঠ দুই পড়ব'। এইভাবে প্রতি পাঠের আগেই 1, 2, 3, পড়া ও লেখা শেখানো যায় । পরে বাঙলা ১, ২, ৩ লেখা শেখানো হবে ।

পড়ো ঃ—

ব র

ঘ র

ব ক

ছবি কিসের চিনে বলো —

ব

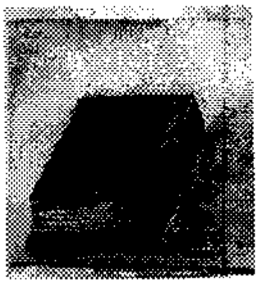

র

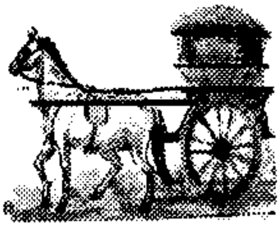

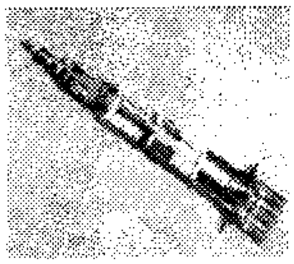

ক

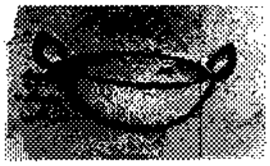

ঘ

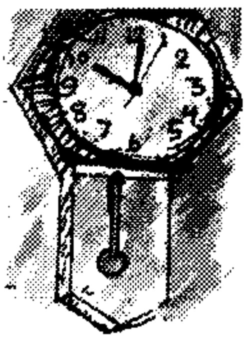

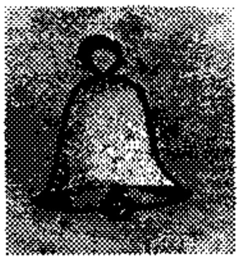

পাঠ সংকেত ঃ— ব, র, ক, ঘ শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন কার্ডে লিখে, অক্ষরগুলি চিনতে ও উচ্চারণ করতে শেখান । অক্ষরগুলি ভিন্ন ভাবে সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে শেখান ।

যেমন — কর, করব, কবর; বর, রব, রক প্রভৃতি ।

পাঠ — 2

এসো বর্ণ চিনি ঃ

অত আতা ভাত হাত

1. এসো করি

বাঁদিকের শব্দগুলিকে ডানদিক থেকে খুঁজে গোল দাগ দাও ঃ

অত		আতা	অত	হাত	বাত
আতা		ভাত	হাত	আতা	রাত
ভাত		অত	ভাত	অত	কত
হাত		হাত	আতা	ভাত	ঘর

2. এক রকমের শব্দগুলিকে রেখা দিয়ে মেলাও ঃ

আতা বক ঘর হাত অত

বক আতা হাত ভাত ভাত

পাঠ সংকেত ঃ— প্রথমে আতার বিষয়ে বলুন, তারপর **'অত'** শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দিন । তারপর **অত আতা** একসঙ্গে পড়ান ও পড়তে বলুন । এখানে স্বর - চিহ্নের 'কার' প্রয়োগ বিষয়ে বেশি বোঝাবার দরকার নেই । **আ = া** প্রভৃতি বোঝাবার দরকার নেই । বলুন আ এবং আ- এর পিছনের অংশ-া এই দুয়েরই উচ্চারণ আ । এই - া অন্য অক্ষরের পরে জুড়লে উচ্চারণ বদলে যায় । এইভাবে সরাসরি শেখান ত এবং তা, ভ এবং ভা, ক এবং কা প্রভৃতি । বারবার বলান, বলুন ভা-ত মিলে হয়েছে ভাত, আ-তা মিলে হয়েছে আতা প্রভৃতি । পূর্ব পাঠের মতই বোর্ড ও কার্ড ব্যবহার করুন ।

3. পড়ে বলো —

ব	র	ক	ঘ	র
ত	অ	আ	ভ	হ
বা	রা	কা	ঘা	রা
তা	আ	আ	ভা	হা

4. পড়ে বলো —

বক	বার	বাবা	কাক	কাকা	কাকার
কার	কারা	রব	অত	আতা	আতার
কাত	তাকা	বাঘ	বাঘা	তার	বাবার
ভর	ভরা	ভার	ভাব	ভাত	করাত
রাত	তারা	হাত	হাতা	হার	তারার

5. পড়ে বলো —

কাকার ঘরে তোতা
লুকিয়ে ছিলি কোথা ?

আম আতা আনারস
আখ ভরা কত রস ।

পাঠ সংকেত : — শব্দগুলি বোর্ড ও কার্ডের সাহায্যে বার বার পড়ান । শব্দের সঙ্গে া জুড়ে দিয়ে নতুন শব্দ করা যায়, সে বিষয়ে বলুন, যেমন — **বক — বকা, কাক — কাকা** । বলুন আগে, পরে বা মাঝে অক্ষর জুড়েও নতুন কথা হয়, যেমন — **রাত — করাত, কত — করত, বাবা — বাবার** প্রভৃতি । বাবা ও বাবার অর্থ পার্থক্য একাধিক উদাহরণ দিয়ে বোঝান । একটি অক্ষর বেছে নিয়ে, সেই অক্ষরটি যে যে পদে আছে, সেই পদগুলি দেখাতে বলুন । শেষের ছড়াটি বার বার বলে মুখস্ত করান ।

6. **এসো লিখি ঃ**

—	ব	ব	বা
....	ব	ব	বা
....	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ব	ব	ক	কা
ব	ব	ক	কা
.....	.....	.....	.....

ব	র	র	রা
ব	ব	র	রা
.....	.....	.....	.....

ঘ	ঘ	ঘ	ঘা
ঘ	ঘ	ঘ	ঘা
.....	.....	.....	.....

ব	ব	ক	ঘ
ব	ক	ক	ঘ
.....	.....	.....	.....

ব	ক	কা	ঘা
ব	ক	কা	ঘা
.....	.....	.....	.....

7. **মুখস্থ করান —**

কলাগাছের ধারে ধারে
বাদল ঝরে বারে বারে ।

পাঠ সংকেত ঃ — এখানে লেখার অভ্যাস শুরু হয়েছে । খাতা, স্লেট ও পেন্সিল ঠিকমত ধরেছে কিনা দেখুন । বাংলা লিপি সাধারণতঃ (**বিশেষ করে ব্যঞ্জন বর্ণ**) উপরে মাত্রা দিয়ে, উপর থেকে নিচের দিকে ও পুনরায় উপর দিকে এবং বাঁদিক থেকে ডান দিকে গতি সম্পন্ন হয়। বোর্ডে খন্ডাংশ এঁকে, সেটি বাড়িয়ে অক্ষর লেখা শেখান । একটি অক্ষর লেখা ঠিকমত শিখলে, তবেই পরের অক্ষরটি লেখান । একটি অক্ষরের মূল গঠনকে ভিত্তি করে কিভাবে অন্য অক্ষর হয়, তা দেখান, যেমন — ব, র, ক; ত, অ, আ, ভ প্রভৃতি । হিন্দী ও বাঙলায় 'মাত্রা' শব্দের অর্থ এক নয় । আ-কার চিহ্ন শব্দের পরে এটা বলুন ।

8. এসো লিখি ঃ

		ত	তা
		ত	তা
.....	.....	.....	.....

ত	অ	অ	অ
ত	অ	অ	আ
.....	.....	.....	.....

ত	অ	অ	অ
ত	অ	অ	আ
.....	.....	.....	.....

		ভ	ভা
		ভ	ভা
.....	.....	.....	.....

	হ	হ	হা
		হ	হা

কা	আ	হা	ভা
ক	অ	হ	ভ
.....	.....	.....	.....

9. লেখো ঃ

র	র		
ক			
ঘ			
ত			

অ			
আ			
ভ			
হ			

10. এসো লিখি —

বাঘ			
কাকা			
কত			
ঘর			
তারা			
অত			
আতা			
ভাত			
হার			

11. দেখে লেখো —

বাবার ঘর	কাকার হাত

12. উপর ও নিচের বর্ণ জুড়ে শব্দ তৈরি করো ও লেখো —

র ব ক

হ

র হ	র হ

ঘ ব ক ভ

র

ক র হ অ

ত

13. পড়ো —

কারা তারা ভরা বকা হারা

পাঠ — 3

এসো বর্ণ চিনি ঃ

ইট　　　　থাবা　　　　নখ

1. এসো করি ঃ

বাঁদিকের শব্দগুলিকে ডানদিক থেকে খুঁজে গোল দাগ দাও —

ইট
থাবা
নখ

ইট	নখ	কান	ইট	নখ
নখ	থাবা	ইট	আখ	খাই
আট	থাকা	নখ	থাবা	থাক

2. এক রকমের শব্দগুলিকে রেখা দিয়ে মেলাও —

থাবা　　ইট　　নখ　　বই

ইট　　থাবা　　বই　　নখ

3. পড়ো ও ই ট থ ন খ বর্ণগুলিতে গোল দাগ দাও —

ইট　বই　বট　কান　খাট　ঘাট　তিন

থাকা　আখ　বন　নাক　কথা　থাক　রথ

পাঠ সংকেত ঃ— আগের পদ্ধতিতে ছবিগুলি দেখিয়ে সে সব বিষয়ে বিস্তারিত বলুন। আগের পদ্ধতিতে বর্ণ ও শব্দ পড়তে শেখান। ছবির নিচের শব্দগুলির একটি বর্ণ ঢেকে দিয়ে অন্য বর্ণটি চিনতে শেখান।

4. **প্রতিটি ছবিকে সঠিক শব্দের সঙ্গে রেখা দিয়ে যোগ করো —**

খাট

নাক

বই

কান

আখ

রথ

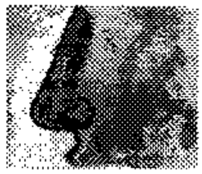
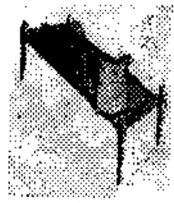

5. **বাঁদিকের শব্দগুলিকে ডানদিক থেকে খুঁজে তাতে গোল দাগ দাও —**

ইট	থাবা	টব	ইট	নাক
থাবা	নাক	থাবা	কান	ইট
নখ	কান	নাক	নখ	থাবা
টব	নখ	টব	ইট	নখ
নাক	ইট	নখ	নাক	কান
কান	টব	থাবা	কান	টব

6. **মুখস্থ করান —**

কাকার ঘরে বাবারে বাবা।

নখর ভরা বাঘের থাবা

পাঠ — 4

এসো বর্ণ চিনি ঃ

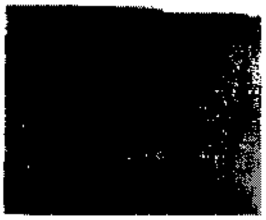

বাণ

কলম

মালা

1. এসো করি ঃ

ণ	ল	ন	ণ	ট	ই	ণ
ল	ন	ভ	ত	ল	ণ	ল
ম	থ	ম	খ	ক	ম	ঘ

2. বাঁদিকের বর্ণগুলিকে ডানদিকের শব্দগুলি থেকে খুঁজে গোল দাগ দাও —

নি		ঘানি	ঘি	মানিক	বিবি	মিহি
ণি		নিল	রাণি	কবি	খনি	মণি
লি		খণি	কলি	নিম	বালি	কলি
মি		আমি	মালি	মিহির	খিল	মিতা

পাঠ সংকেত ঃ— আগের পদ্ধতিতে ছবির বিষয়ে বিস্তারিত বলে বর্ণ ও শব্দগুলি পড়তে শেখান। এখানে 'ই' যে 'ি'-- কার হয়ে যায় এবং সেটিকে বর্ণের আগে বসাতে হয়, তা বলে দিন।

3. ছবি দেখে পাশে তাদের নাম লেখো —

তালা

....

....

....

....

....

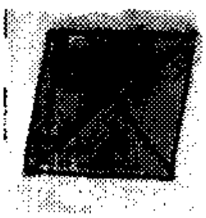 ....

....

4. আ—কার জুড়ে নতুন শব্দ করো —

কাক —— কাকা

তাল —— _ _ _

মাল —— _ _ _

নল —— _ _ _

ই—কার জুড়ে নতুন শব্দ করো —

কল —— কলি

বল —— _ _ _

মাল —— _ _ _

তাল —— _ _ _

পাঠ সংকেত ঃ— এখনো পর্যন্ত শেখা ব্যঞ্জন বর্ণগুলিতে ই–কার যোগ করে লেখা শেখানো হয়নি, সেইজন্য বোর্ডে লিখুন ও পড়তে বলুন । এই পাঠে ই–কার প্রয়োগ শেখান, বলুন যে, ই–কার চিহ্ন 'ি' রূপে বর্ণের আগে লেখা হয় ।

5. এসো লিখি —

হ	হ	ই		
ত	ন	ন		
০	৩	ণ		
ল	ল	ল		
ম	ম	ম		
ৎ	খ	খ		
২	২	থ		
T	ট	ট		

6. এসো লিখি —

মাটি	লিখি	নালি	মণি	থাকি	ইনি

7. পড়ো —

ইট আনি ঘর করি ।

পাঠ সংকেত ঃ— ণ, খ, থ লেখার, সময় বর্ণের মাথায় মাত্রা দেওয়া হয় না বলে দিন । পূর্ব পদ্ধতিতে লেখা শেখান ।

পাঠ — 5

এসো লিখি —

ডাব

বিড়াল

উট

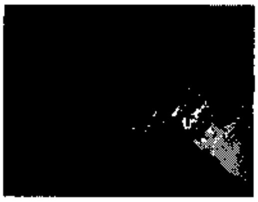

ঊষা

জাহাজ

ঝাউ

এসো লিখি —

1. বাঁ দিকের বর্ণগুলি ডানদিকে বর্ণগুলি থেকে খুঁজে গোল দাগ দাও —

ড		উ	ড	জ	ঊ	ড	ষ	ড
ড়		ঊ	ড	ড়	জ	ঊ	ড়	ষ
উ		উ	ষ	ঊ	উ	জ	ড	উ
ঊ		জ	ঊ	ড	ঊ	ষ	জ	ঊ
জ		ঊ	ড়	জ	ড	জ	ড	জ
ষ		ড	জ	ষ	ড়	ষ	ঊ	ষ

পাঠ সংকেত ঃ— পূর্ব পদ্ধতিতে আগে ছবিগুলি দেখিয়ে সে সম্বন্ধে বলুন ও বর্ণগুলি চিনতে ও পড়তে শেখান । নির্দিষ্ট বর্ণটি বেছে নিতে শেখান ।

2. এসো লিখি —

ড	ড়	জ	ষ	ক	ত
ডু	ড়ু	জু	ষু	কু	তু
ডূ	ড়ূ	জূ	ষূ	কূ	তূ

3. এসো লিখি —

ডুব	বড়ি	জুন	বিষ	উলু	বহু
ষাট	ঊষা	কূল	ধূলা	ভূষণ	তূণ

4. ঘরের ভিতরের বর্ণগুলিকে বাইরের সমান বর্ণগুলির সঙ্গে রেখা দিয়ে যুক্ত করো ঃ

ড	ড়	ড	ড়
উ	ড	ড়	ড়
ড	উ	জ	জ
উ	জ	উ	জ

5. পড়ো ঃ

পাঠ সংকেত ঃ— উ-কার ও ঊ-কার যে ‘ ু ’ ‘ ূ ’ রূপ নেয় এবং বর্ণের নিচে বসে, সে বিষয়ে বলুন । বাঙলায় এ দুটির উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য নেই ছাপার বা লেখার অক্ষরে রু-রু, শু - হু - হু প্রভৃতি দুটি রূপ দেখা যায় — শুধু এটুকু দেখিয়ে দিন । দ্বিতীয় রূপটি অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে, তাই এগুলির প্রথম রূপই লিখতে জোর দিন । পূর্ণচ্ছেদ সম্বন্ধে ও বাক্যগঠন সম্বন্ধে বলুন ।

6. এসো লিখি —

T	ড				
ড	ড়				
ড	উ				
উ	ঊ				
ভ	জ				

7. এসো লিখি —

ডুলি	ডুলি				
কুড়ি					
জল					
ঊষা					

8. দুইভাবে লেখা হয়, দেখো ও লেখো —

রু — রু	রূ — রূ	হু — হু

9. পড়ো ও লেখো —

ডানা	ডানা			
ডিম				
বড়				
বাড়ি				
বহু				
ঘুড়ি				
মূল				
ভূত				
কুটির				
উলু				
তিন হাজার				
কুড়িটি নাড়ু				

পাঠ — 6

এসো বর্ণ চিনি ঃ

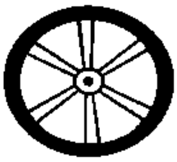

চাকা

ছাতা

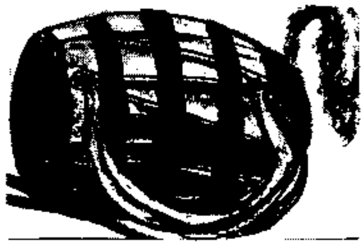

ঢাক

আষাঢ়

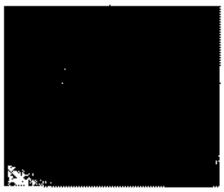

দরজা

ঠাকুমা

এসো করি

1. শব্দ পড়া —

চর	দাদ	ছবি	কাঠ	লাঠি	ঠাকুর
চার	দিদি	ছানা	কাচ	মাছি	উঠান
চাকা	দূর	মাছি	দড়ি	ঢাকনা	দিদিমা

2. শব্দ পড়া —

ঢাক	চাল	দান	ছুটি	দড়ি	মাঠ
দাদা	ছাদ	মিছা	চল	দাম	মিঠাই

3. শব্দ পড়া —

ব	কা	আ	রি	তা	দূ	ভি	তা
হা	না	ই	টি	নি	খু	থু	লা
ডু	ড়া	উ	ডি	জি	ঘু	ষু	ভি

4. এসো লিখি —

T	চ	চ			
চ	ছ	ছ			
T	ঢ	ঢ			
ঢ	ঢ়	ঢ়			
ঠ	ঠ	ঠ			
T	দ	দ			

5. এসো লিখি —

চল	চাল	চাকা	ছাল	মাছ	ঢাল
চল					

ঢাকা	মাঠ	কাঠ	দাদা	দিদি

6. শব্দ পড়ো —

কাচ	চিনি	চুল	চূড়া	ছবি	ছানা	ছুরি
ঠাকুর	ঠাকুমা	দিদিমা	আষাঢ়			

পাঠ — 7

এসো বর্ণ চিনি ঃ

যব

আয়না

ফল

এসো করি —

1. বলো ও পড়ো —

যত	যাই	যমুনা	যখন	যতন
যায়	খায়	বায়না	হয়না	ময়না
লাফ	ফণা	ফকির	ফলন	কফি

2. নিচের য য় ফ বর্ণগুলিতে গোল দাগ দাও —

নাই	নয়	ফল	বালা	দই	ময়না
মাথা	যত	জাম	লাফ	হায়	যখন
কলা	যাহা	ফাটা	মানা	ফুটি	ফকির
যায়	গা	ছয়	হয়	ফালা	হরিণ
টাকা	বায়ু	ফুল	নয়	ফাটল	নয়ন

পাঠ সংকেত ঃ— পুর্ব পদ্ধতিতে শেখান ও বলান। বাঙলায় **বর্গীয়-জ** এবং **অন্তস্থ্য -য** - এর উচ্চারণে প্রায় কোনো পার্থক্য নেই, এটুকু শুধু বলে দিন। (হিন্দীতে য-- এর উচ্চারণ শুদ্ধতর; অন্তস্থ্য-- ব-- এরও তাই)।

3. এসো লিখি —

য	য	য	য		
য	য়	য়	য়		
য	য	ফ	ফ		

4. এসো পড়ি —

বাবা যায়	বই ধর	জল নাই	ভাল দিন
চল যাই	ঘড়া ভর	জামা কই	ছাতা আন
জল আন	ফল খাই	ছবি রাখি	আতা খাই

5. শেষে য় দিয়ে শব্দ তৈরি করো —

যা···	খা···	আ···	হা···	হ···	ভ···	ন···	ছ···

6. বাঁদিকের বর্ণগুলি ডানদিক থেকে খুঁজে গোল দাগ দাও ও খালি জায়গায় তিনবার করে লেখো —

য		(য)দি	যত	যম	যদি		
য়		হয়	নয়	ভয়			
ফ		লাফ	ফাটা	ফল			

7. পড়ো ও দেখে লেখো —

আমার বই ।　　　　মা আম খায় ।

আমার বই

উট যায় ।　　　　রমার জামা লাল ।

রাজার বাড়ি ।　　　　চল দরজা খুলি ।

ভূত নাই ।　　　　চল মাছ ধরি ।

টিয়ার ছবি ।　　　　ঠাকুমার বড় ঘটি ।

8. া-কার, ি- কার, ু - কার, ূ - কার দিয়ে শব্দ তৈরি করো —

চ + া + ল = চাল　　　　দ + া + দ + া =

ন + ি + ম =　　　　দ + ি + দ + ি =

ক + ু + ল =　　　　ফ + ু + ল =

ম + ূ + ল =　　　　দ + ূ + র =

পাঠ সংকেত ঃ— কুল ও কূল - এর অর্থ পার্থক্য বলে দিন । পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন সম্বন্ধে বলুন ।

পাঠ — ৪

এসো বর্ণ চিনি ঃ

একতারা

ঐরাবত

মিঞা

এসো করি

1. পড়ো ও বলো —

একা	এর	একে	এরা	এক	একটি
এটি	ঐ	এই	এক্কা	একলা	ঐকতান

2. দেখে শেখো —

ক ে = কে	ব ে = বে	ছ ে = ছে	ছলে ে = ছেলে
ক ৈ = কৈ	খ ৈ = খৈ	ব ৈ = বৈ	ব ৈ ঠা = বৈ

3. পড়ো ও বলো —

একে	জলে	মেয়ে	দেখে	ছেলেমেয়ে
হৈ হৈ	ঐ যে	দৈ কৈ	তৈরি	নৈনিতাল

4. বাঁ দিকের ে, ৈ কার - যুক্ত বর্ণগুলি বাঁদিক থেকে খুঁজে গোল দাগ দাও —

একে	এ যে	একের	এলেন	বলেন
মা ভৈ	শৈল	বৈকাল	গৈরিক	নৈহাটি

পাঠ সংকেত ঃ— এখানে এ ঐ এবং এ-কার, ঐ-কার শেখানো হয়েছে। বাঙলায় এ-এর উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ্যা হয়। যেমন, এক-অ্যাক্, একটি -- অ্যাকটি, তা বলে দিন। ৈ - কার এর ব্যবহার যুক্তাক্ষর ছাড়া খুবই কম, তাই বর্ণটির পরিচয় করিয়ে উচ্চারণ ও তার এ-কার প্রয়োগ শেখালেই হবে। ই - কারের মত এ-কার এবং ঐ - কার চিহ্ন ও শব্দের আগে লিখতে হয়, তা শিখিয়ে দিন।

5. এসো লিখি —

৭	এ	এ			
ে	কে	কে			
এ	ঐ	ঐ			
এ	এঃ	এঃ			

6. ে - কার চিহ্ন দিয়ে চারটি শব্দ লেখো —

খেয়ে				

7. ৈ - কার চিহ্ন দিয়ে চারটি শব্দ লেখো —

হৈ চৈ				

8. দেখে লেখো —

এখানে এক ঘরে	ঐ দেখ ঐরাবৎ
দুখু মিঞা	ঐ আমাদের ভৈরব

মুখস্থ করান —

ও ঘরে দুজন লোক ছিল ।
তারা কাকে যেন বকছিল ।

পাঠ সংকেত ঃ— এ, ঐ, এঃ লিখতে মাথায় মাত্রা দেওয়া হয় না । এ-র উপর মাত্রা দিলে তা যুক্তাক্ষর এ (ত - এ র - ফলা) হয়ে যায়, তা শুধু বলে দিন । দুখু মিঞা ছিল কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ।

পাঠ — 9

এসো বর্ণ চিনি ঃ

ঈগল

ওল

ঔষধ

বেঙ

এসো করি

1. পড়ো ও বলো —

ঈদ	ওই	ঈগল	যাও	খাও
ওখানে	ওজন	ওঝা	ওড়িয়া	ওকে
বাঙলা	বাঙালি	ওরা	নাও	রঙ

2. দেখে শেখো —

ক ী = কী	দী = দী	চী = চী	বী = বী
ব ো = বো	ক ো = কো	ত ো = তো	ঝ ো = ঝো
ব ৌ = বৌ	ম ৌ = মৌ	দ ৌ = দৌ	ন ৌ = নৌ

পাঠ সংকেত ঃ— এই পাঠে কয়েকটি স্বরবর্ণ ও তাদের কার -- চিহ্ন এবং ঙ শেখানো হয়েছে। **এই চিহ্নগুলি কোন্‌টি বর্ণের পিছনে বা দুপাশে বসবে, তা বলে দিন।**

3. দেখে শেখো —

দীন	দিন	কি	কী	দিঘি	লাঙল
কোল	কোন	কোনো	ভোজন	চোঙ	ওগো
বৌ	দৌড়	নৌকা	মৌরি	গৌরী	কৌরব

4. দেখে শেখো —

ঈগল	ওই	দাও	ভাঙা	কাঙাল
নাও	ওখানে	যাওয়া	বাঙালি	ঔষধ

5. নিচের শব্দগুলি থেকে ী, ো, ৌ — কার চিহ্ন - যুক্ত বর্ণগুলিতে গোল দাগ দাও।

বীর	বল	বলো	কিল	কর	নামী	দামি	করো
দেখো	কোনো	কোন	নীলা	কুলা	মামী	তিমি	এলো
বেণি	জীব	কাল	কালো	খোলা	মূলা	তীর	বেণু

পাঠ সংকেত — এই পাঠে ী, ো, ৌ – কার চিহ্নগুলি শেখানো হয়েছে।

যদি কোন প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ অথবা না দিয়ে হয় তবে সেখানে 'কি' দিতে হবে। উত্তর বড় হলে 'কী' হবে। যেমন — তুমি কি খাবে ? উত্তর 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দিয়ে দেওয়া যায়। তুমি কী খাবে ? উত্তর — ভাত খাব। (কী - - এর উচ্চারণে জোর পড়বে)

6. পড়ো —

বৌ এলো

বৌ এলো নৌকাতে
জলে থৈ থৈ রে।
বৈকালে মৌতাতে
করি হৈ হৈ রে।

7. এসো লিখি ঃ

....	ই	ঈ	ঈ			
৩	ও	ও	৩			
ও	ও	ঔ	ও			
৫	ℓ	ভ	ভ			

8. লেখো ঃ

আ-কার = া	মামা	মামা		
ই-কার = ি	দিদি			
ঈ-কার = ী	জীব			
উ-কার = ু	ভুল			
ঊ-কার = ূ	ধূ ধূ			
এ-কার = ে	রেখে			
ঐ-কার = ৈ	দৈ কৈ			
ও-কার = ো	খোকা			
ঔ-কার = ৌ	ভৌ ভৌ			

পাঠ সংকেত ঃ— ঈ, ও ঔ ভ লেখা শেখান। ও ঔ এ - র মাথায় মাত্রা দেওয়া হয়না। ও - এর মাথায় মাত্রা দিলে তা যুক্তাক্ষর ত্ত (ত - এ ত-এ) হয়ে যায়, শুধু এ কথাটুকু বলে দিন।

পাঠ — 10

এসো বর্ণ চিনি ঃ

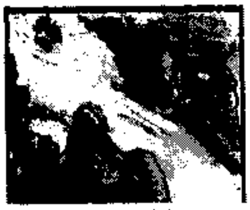

ঝরণা

ধান

ঋষি

এসো করি

1. পড়ো ও বলো ঃ

ঝড়	বোঝা	মাঝি	ঝাড়ু	ঝরণা	ঝক্ ঝক্
ধান	ধীরা	রাধা	বধূ	ধূ ধূ	ধার
ঋতু	ঋণ	ঋজু	ঋণী	ঋষি	ঋষভ

2. নিচের শব্দগুলির ঋ, ঝ, ধ বর্ণগুলিতে গোল দাগ দাও ঃ

ধীরা	ঘাম	দাদু	ঋষি	বোঝা	ঋতু
ধামা	বাছুর	ঝড়	নৌকা	ধরা	ঝল্‌মল্

3. পড়ো ঃ

ঝরণা ঝরে। ঝড় উঠেছে।
জলার ধারে, ধানের বোঝা।
ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙুর বাজে।
ঋষি হোম করেন। বছরে ছয় ঋতু।

4. মুখস্থ করান —

ঝরণা ঝরে ঝর্‌ঝর্ / জল বয়ে যায় তর্‌তর্

5. এসো লিখি ঃ

ব	ঋ				
ব	ধ				
খ	ঋ				

6. দেখে শেখো ঃ

ক + ঋ = কৃ	ঘ + ঋ = ঘৃ	ম + ঋ = মৃ

7. দেখে শেখো ঃ

বৃথা	বৃষ	কৃমি	মৃদু	তৃণ	ঘৃত

8. নিচের শব্দগুলিতে ঋ - ফলা যুক্ত একরকমের শব্দগুলি রেখা দিয়ে যোগ করো ঃ

কৃষক	ধৃত	বৃথা	মৃত	দৃঢ়	তৃতীয়
ধৃত	বৃথা	কৃষক	দৃঢ়	তৃতীয়	মৃত

পাঠ সংকেত ঃ— এই পাঠে ঋ - কার চিহ্ন শেখানো হয়েছে। ৃ — ফলা যে বর্ণের নিচে বসে এবং ঋ, ধ, ঝ বর্ণে মাত্রা থাকে না।

পাঠ — 11

এসো বর্ণ চিনি ঃ

গরু

পাতা

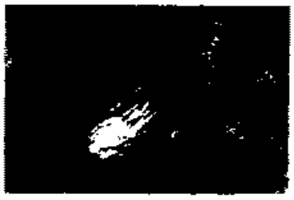

শসা

এসো করি

1. পড়ো ঃ

গ	প	শ	স	গা	পা	শা	সা
গি	পি	শি	সি	সী	পী	শী	সী
গু	পু	শু	সু	গূ	পূ	শূ	সু
গে	পে	শে	সে	গৈ	পৈ	শৈ	সৈ
গো	পো	শো	সো	গৌ	পৌ	শৌ	সৌ

2. পড়ো ঃ

গম	গাধা	গীত	গরম	গামছা	গেলাস
পথ	পাতা	পাকা	পান	পয়লা	পিছন
শত	শীত	শোনা	শারদ	শালিক	শেয়াল
সব	সার	সোনা	সবুজ	সকাল	সারস
সাত	সতেরো	দশ	একশ	উনিশ	পনেরো

পাঠ সংকেত ঃ— বাঙলায়, হিন্দীর মত **শ,ষ,স-এর** উচ্চারণে অত ভেদ করা হয় না । তবে অনেকে উচ্চারণে **শ-কে স-এর** মত বা **স-কে শ-এর** মত করে । বিশেষ করে দক্ষিণ বিহারে স-এর উচ্চারণ শ্রুতিকটু হতে দেখা যায় । এ বিষয়ে বার বার উচ্চারণ করিয়ে সংশোধন করুন। ''শ্যামবাজারের শশীবাবু শসা খেতে খেতে সশরীরে স্বর্গে গেলেন''।

— এই বাক্যটি ঠিক মত উচ্চারণ করিয়ে দেখাতে পারেন ।

3. নিচের শব্দগুলিতে গ, প, শ, স বর্ণগুলি গোল দাগ দাও ঃ

সব	পাশে	গান	হাসি	শালুক	জাগে	শেষ	গগন
গাছ	শিম	পান	শিশু	পূজো	আশা	সাহস	সহিস

4. পড়ো ঃ

আসা	আসে	এসো	আসছে	এসেছে	আসুন
সে আসে ।		তুমি আসছো ।		আপনি আসুন ।	
আমরা এসেছিলাম ।			তারা এসেছিল ।		
আপনারা ও আমরা এসেছিলাম ।					

5. এসো লিখি ঃ

		গ				
		প				
		শ				
		স				

6. লেখো ঃ

গোপাল — গোপাল	শিব
সুরেশ —	গোলাপ ....

7. দুই ভাবে লেখা হয়, দেখো ও লেখো ঃ

সু — সু	শু শু ....
গু গু	

পাঠ সংকেত ঃ— সু, শু, গু — এর ছাপার ও লেখার দু'রকম রূপ সম্বন্ধে বলে দিয়ে প্রথম রকমটি লেখানো ভাল। লেখার সময় গ, প, শ - এর মাথায় মাত্রা বসে না, তা বলুন । এখানে বাক্যগঠন ও পূর্ণচ্ছেদ সম্বন্ধে আবার বলুন ।

পাঠ — 12

কাটুম — কুটুম

লিখে ফেল ছাতা

ছাতা

ছা কেটে **হা** করো

হয়ে গেল **হাতা** ।

কোথা গেল ছাতা ?

হা কেটে **ছা** জুড়ে

ফিরে নাও ছাতা ।

লিখে ফেল **ঘুড়ি** ।

ঘুড়ি ।

ঘ কেটে **ঝ** করো

হয়ে গেল **ঝুড়ি** ।

হায় কোথা ঘুড়ি ?

ঝ — কেটে **ঘ** লেখ

ফিরে এল **ঘুড়ি** ।

করো ঃ

নিচের খালি যায়গায় এই শব্দগুলি পর পর বসাও —

কু ঘু গু খু চু ছু জু ঝু তু থু নু পু বু মু

.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি
.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি	.... ড়ি

পাঠ সংকেত ঃ— ছড়াটি মুখস্থ করান । উপরের দেখানো পদ্ধতিতে শব্দগঠন শেখান ।

পাঠ — 13

এসো বর্ণ চিনি ঃ

চিৎপাত

সিংহ

দুঃখী

চাঁদ

এসো করি

1. পড়ো ঃ

হঠাৎ	চিৎ	শরৎ	সৎ	উৎসব
মাংস	হংস	হিংসা	বংশ	ফড়িং
আঃ	ওঃ	উঃ	দুঃখ	হাঃ হাঃ
আঁকা	চাঁদ	বাঁশ	দাঁত	পাঁচ

2. পড়ো ঃ

শরৎ কালের উৎসব।	হঠাৎ এলো মেঘ।
সিংহ খায় মাংস।	কংস মামার বংশ
উঃ কী দুঃখ।	হাঃ হাঃ হাসি।
পাঁচটি বাঁদর আঁধার রাতে বাঁশ বাগানে নাচে।	
হঠাৎ শাঁখ ও কাঁসর উঠল বেজে।	

পাঠ সংকেত ঃ— অনেক সময় ং - এর বদলে ঙ ব্যবহার করা হয় (রং - রঙ, বাংলা - বাঙলা), এ বিষয়ে বলতে পারেন। অনেকে অনাবশ্যক ঁ যোগ করে বা বাদ দেয়, সে বিষয়ে বলুন। হাসি, কাচ, সাপ প্রভৃতিতে চন্দ্র বিন্দু থাকে না, চাঁদ, বাঁশ প্রভৃতিতে থাকে। এ বিষয়ে বলুন ও বার বার উচ্চারণ করিয়ে অভ্যাস করান।

1. লেখো ঃ

ৎ	ৎ	ৎ		
০	ং	ং		
০	ঃ			
০	ঁ			

4. লেখো ঃ

সৎ	তড়িৎ	মৎস	বৎসর	চিৎকার
দুঃখ	বাঃ	হাঁড়ি	ভাঁড়	কাঁচা
শিং	বাংলো	পালং	চিংড়ি	সংসার

5. ৎ ং ঃ ঁ দিয়ে নিচের শব্দগুলি পুরো করো —

হাস	ক স	চি ড়ি	দু খী	কাচা
শি	চি কার	বাধ	পাল	রা তা

6. ছবি দেখে ডান দিকে তাদের নাম লেখো —

7. গ, প, শ, স বর্ণ জুড়ে নিচের শব্দগুলিকে পুরো করো —

..... রু	সা.....	.....য়না	এক.....	বি.....	বাঁ.....
..... লা	.....সা	.....ময়	আ.....ন	আ.....ন	সাহ.....

8. া, ি, ী - কার জুড়ে নিচের শব্দগুলিকে পুরো করো —

স...দ	শ...শ	শ...ত	গ মছ	প সমা

9. গু, পু, শু, সু দিয়ে নিচের বর্ণগুলি পুরো করো —

....রু	শি....	....তুল	....তা	.... রি

10. ে, ো, জুড়ে নিচের শব্দগুলি পুরো করো —

....স....না	....সনা	..প..প..শ	....গ..প..ল

1. পড়ো ঃ

অমি খাই ।	তুমি যাও ।	তুই খাস	সে খায় ।
আমরা পড়ি ।	তোমরা পড় ।	তোরা পড়িস ।	তারা পড়ে ।
আমি বলছি ।	তুমি বলছ ।	তুই বলছিস ।	সে বলছে ।
আমরা করছি ।	তোমরা করেছো।	তোরা করেছিস ।	তারা করেছে ।
আমি খেলব ।	তুমি খেলবে ।	তুই খেলবি ।	সে খেলবে ।
তিনি আসছেন।	আপনি আসুন ।	আপনারা বসুন।	

2. লেখো ঃ

আমার কলম	
আমাকে দাও ।	
তোমার খাতা ।	
তোমাকে দিয়েছি।	
তার বই ।	
তাকে দেবো ।	

3. আমি, তুমি, তুই, সে দিয়ে খালি যায়গাগুলি ভরো ।

····· খাই ।	··········খেয়েছি ।
····· খাও ।	··········খেয়েছো ।
····· খাস ।	··········খেয়েছিস ।
····· খায় ।	··········খেয়েছে ।

4. পড়ো ও দেখো যে, শব্দের শেষে বর্ণ জুড়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় ।

কর – করলা	পাল – পালক	আম – আমরা
বল – বলদ	কল – কলম	চর – চরকা
আয় – আয়না	কাজ – কাজল	গোলা – গোলাপ

5. শেষে বর্ণ জুড়ে নতুন শব্দ তৈরি করো —

আম – আমড়া	সহি – সহি	ঝর – ঝর
যাও – যাও	কম – কম	নয় – নয়
বিছা – বিছা	কল – কল	কড়া – কড়া

6. শেষে বর্ণ জুড়ে নতুন শব্দ তৈরি করো —

হাত – দেহাত	রাম – আরাম	গুণ – বেগুণ
দেশ – বিদেশ	বর – গোবর	তল – বোতল
হাড় – পাহাড়	চার – আচার	রাত – করাত

7. শেষে বর্ণ জুড়ে নতুন শব্দ তৈরি করো —

মরা – মরা	কান – কান	নাই – নাই
বার – বার	মল – মল	জল – জল

8. নিচে দেওয়া প্রতিটি ঘরে একটি করে জীবজন্তুর নাম লুকিয়ে আছে। বর্ণ যোগ করে নামগুলি লেখো।

হাঁস	গ	ঘো
গা	সা	কা
সিং	ছাগ	পেঁ
কুকু	মহি	বিড়া

9. পাশে সংখ্যাগুলি লেখো —

1	1	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		11	

9. পড়ো —

আম, জাম ও কাঠাল।

আম, জাম ও কাঠাল খাও।

আম, জাম ও কাঠাল বেশি খাবে না।

গরু ও ঘোড়া।

গরু ও ঘোড়া আসছে।

গরু, ঘোড়া এবং হাতি আসছে।

গরু, ঘোড়া, হাতি আর ছাগল আসছে।

হরি কি কাজ করছে ?

হরি এখন কী কাজ করছে ?

হরি কি এখন কাজ করতে পারবে ?

পাঠ সংকেত — এই পাঠে বিরতি অর্ধবিরতি চিহ্ন; **কি-কী**; ও - এবং - আর - প্রভৃতির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। বিষয়টি শুধু একটু বুঝিয়ে দিন।

10. পড়ো ও খাতায় / বোর্ডে লেখো —

ঘর	বই	দাদা	ভাই	জাহাজ
আম	ইট	হাত	মাথা	ঠাকুমা
দাদু	নাক	ডাব	ধান	ঝরণা
মালা	ডালা	হরিণ	পুকুর	শেয়াল
উট	গাধা	সারস	চড়ুই	ডালিম
রবি	রথ	ছুতোর	মুরগী	মহিষ
মূলা	জেলে	আষাঢ়	কৈমাছ	ঈগল
চাঁদ	নৌকা	শরৎ	ফড়িং	ঔষধ
ওল	হাজার	মাঘ	রাখাল	বাসন

11. শব্দগুলি পূর্ণ করো —

কা	ক	কু	কো	কে
খা	খ	খু	খো	খে

বর্ণমালা

ব্যঞ্জন বর্ণ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়

ৎ	ং	ঃ	ঁ

স্বর বর্ণ

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	এ
ঐ	ও	ঔ	

পাঠ — 14

আমাদের দেহ

মাথায় রয়েছে চুল
    মুখে জিভ দাঁত ।
দু'পাশে রয়েছে কান,
    চোখ, ঠোঁট, নাক ।।
তার নিচে গলা, বুক,
    পেট, পিঠ, কাঁধ ।
বাহু, হাত, আঙুলের
    দেখ কি বা ছাঁদ ।।

পাছা, উরু, হাঁটু আছে
    কোমরের নিচে ।
গোড়ালী পায়ের পাতা
    সকলের পিছে ।।
ভিতরে রয়েছে আরো
    যন্তর নানা ।
মানুষের শরীরের
    কল কারখানা ।।

পাঠ সংকেত ঃ— এই পাঠে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাঙলা নাম শেখানো হয়েছে । এরই সঙ্গে, খুলি, ঘাড়, তালু, গাল, ভ্রূ, দাড়ি, গোঁফ, কণ্ঠ, কনুই, নখ, পাঁজরা, ফুসফুস, হৃদয়, ভুঁড়ি, যকৃৎ, প্লীহা, মাড়ি, গাঁঠ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে শুধু পরিচয় করিয়ে দিন ।

পাঠ — 15

বরষা

ঝম্ ঝম্ জল পড়ে ঘন বরষায় ।
গুড়গুড় মেঘ ডাকে খুকু ভয় পায় ।।
বাজ পড়ে, মনে হয়, যেন ধমকায় ।
থেকে থেকে বিজলীর আলো চমকায় ।।

নদীনালা মাঠে ঘাটে থই থই জল ।
সাঁওতাল ছেলেমেয়ে বাজায় মাদল ।।

পাঠ সংকেত ঃ— কবিতাটি মুখস্ত করান ও ভাবভঙ্গীসহ আবৃত্তি করান ।

1. কবিতাটি মুখস্থ করো —

2. নিচের কথাগুলি ঠিক হলে হাঁ লেখো, ভুল হলে না লেখো ঃ

বরষায় ঝম্‌ঝম্ জল পড়ে।	(হাঁ)
মেঘের ডাকে খুকু ভয় পায় না।	( )
বিজলীর আলো চমকায় না।	( )
ছেলেমেয়েরা মাদল বাজায়।	( )

3. নিচের বাক্যগুলিতে যে শব্দটি ঠিক নয়, সেটি কেটে দাও —

মেঘের ডাকে খোকা / খুকু ভয় পায়।

ঝম্‌ঝম্ / গুড়্‌গুড় করে মেঘ ডাকে।

বাজের আওয়াজ ধমকের / চমকের মত।

নদীনালায় থই থই মাটি / জল।

সাঁওতাল ছেলেমেয়ে / ছেলেবুড়ো বাজায় মাদল।

4. দেখে লেখো —

গুড় গুড় ডাক।

থই থই জল।

ঝক্ ঝক্ আলো।

ঝম্ ঝম্ জল।

ঝিক্‌মিক্ আলো।

টিম্ টিম্ বাতি।

5. দেখে লেখো —

বরষায় কী পড়ে ? (উ০)

বরষায় কী চমকায় ?

নদীনালায় কী থইথই করে ?

ছেলেমেয়েরা কী বাজায় ?

পাঠ — 16

খাঁচার ভালুক

আমি ভালুক । গভীর বনে ছিল আমার বাড়ি । বেশ মনের সুখে বাস করতাম সেখানে । কোনোই ভাবনা ছিল না আমার । বনে বড় বড় গাছে থাকতো মধুভরা মৌচাক । আমি গাছে চড়ে সেই মৌচাক ভেঙে মধু খেতাম । মধু খেতে আমি বড় ভালোবাসি ।

আমার কপাল খারাপ । এখন আমি আটক হয়ে আছি চিড়িয়াখানার খাঁচায় । আমার মনে আর সুখ নেই। কত লোক রোজ আমাকে দেখতে আসে, আমার একটুও ভালো লাগে না । আমার চোখে সর্বদাই ভাসে সেই সবুজ বন আর নীল আকাশের ছবি ।

সব চেয়ে অত্যাচার করে আমাকে পাজি ছেলের দল । তারা আমাকে অনেক সময় লাঠির খোঁচা মারে । ঐ দ্যাখো, কে একটা ছেলে আমাকে লক্ষ করে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে ! আমি যে অসহায়। চীৎকার করা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই ।

পাঠবোধ

1. **নিচে দেওয়া শব্দগুলি থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে খালি যায়গাগুলি ভরো।**

মধুভরা, অসহায়, বনে, অত্যাচার, চিড়িয়াখানায়

- গভীর .... ছিল আমার বাড়ি।
- বনে বড় বড় গাছে থাকত .... মৌচাক।
- এখন আমি আটক হয়ে আছি .... খাঁচায়।
- সবচেয়ে .... করে আমাকে পাজি ছেলের পাল।
- আমি যে খাঁচায় ....।

2. **আগে বর্ণ জুড়ে শব্দ তৈরি করো —**

<u>বা</u> বাড়ি	.... চাক	.... বুজ
.... নে	.... ক	.... খ
.... ধু	.... ল	.... লে

3. **পড়ো —**

বনে আমার বাড়ি ছিল।	মনের সুখে বাস করতাম।
মৌচাক ভেঙে মধু খেতাম।	এখন আমি খাঁচায় আছি।
ছেলেরা আমাকে ঢিল মারে।	আমার মনে সুখ নেই।

4. **উত্তর বলো —**

- কে বনে থাকত ?
- সে কী খেতো ?
- এখন সে কোথায় থাকে ?
- ভালুকের চোখে সর্বদা কোন ছবি ভাসে ?
- কারা ভালুককে সবচেয়ে অত্যাচার করে ?

- কে ভালুককে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে ?

5. কাহিনীর ছবি দেখে বলো —

- ভালুকের রং কী ?
- ভালুকের পায়ে কী আছে ?
- ভালুকটি কোথায় আছে ?
- ছেলেটি কী করছে ?
- ভালুকটি কী করছে ?

6. যে শব্দটি ঠিক নয়, তাতে X চিহ্ন দাও —

- একটি / দুষ্টি ভালুক ছিল ?
- ভালুক বনে / ঘরে থাকত ?
- ভালুক বাগানে / চিড়িয়াখানায় আছে।
- ভালুকের মনে দুঃখ / সুখ নেই।
- পাজি ছেলেরা মারে / ভালবাসে।

7. হাঁ অথবা না লিখে উত্তর দাও।

- ভালুকের গায়ে বড় লোম আছে — (হ্যাঁ)
- ভালুকের বাড়ি গুহার মধ্যে ছিল — (   )
- সে বনে মনের দুখে বাস করত — (   )
- মধু খেতে ভালুক বড় ভালোবাসে — (   )
- ভালুক এখন চিড়িয়াখানার খাঁচায় আছে — (   )

8. ছয়টি শব্দ শুনে লেখো —

পাঠ — 17

দুই ছাগল

নিচে পড়ো ও শেখো ঃ

মাঠের মাঝে ছোট একটা নদী। একটা ছোট সাঁকো দিয়ে এপার ওপার যেতে হয়। একদিন দু'পারে দুটি ছাগল এসে হাজির। দু'জনেই নদী পার হতে গেল। মাঝে-সাঁকোতে দুজনের মুখোমুখি দেখা হ'ল। সরু সাঁকোয় পাশ কাটিয়ে

যাবার উপায় নেই। পিছু হটারও উপায় নেই। দুজনেই আগে পার হতে চায়। অথচ কেউই পিছু হটবে না। শুরু হল ঝগড়া। লড়াই করতে গিয়ে দুজনেই পড়ে গেল নদীর জলে।

আর একদিন, আর দুটি ছাগল, এই ভাবেই নদীর ধারে এসে হাজির হল। সাঁকোর মাঝামাঝি দু'জনের দেখা। মুখোমুখি। তারা কেউই ঝগড়া করল না। বিপদ বুঝে, একজন শুয়ে পড়ল। অপর জন সাবধানে তাকে ডিঙিয়ে ওপারে চলে গেল। দুজনেই নদী পার হয়ে গেল।

1. কাহিনীটি পড়ো ও বলো —

2. পড়ো —

- দজনেই পড়ে গেল নদীতে / দু'জনেই নদীতে পড়ে গেল ।
- শুরু হ'ল ঝগড়া / ঝগড়া শুরু হ'ল ।

3. পুরো বাক্যে উত্তর দাও —

- কী দিয়ে নদী পার হ'তে হোত ?
- প্রথম ছাগল দুটির সাঁকোয় কোথায় দেখা হোল ?
- ঝগড়া করে সে দুটি ছাগল কোথায় পড়ল ?
- সাঁকোতে কারা ঠিক কাজ করল ? প্রথম না দ্বীতিয় ছাগল দুটি ?

4. শুনে লেখো —

নদী, সাঁকো, মুখোমুখি, উপায়, ঝগড়া, বিপদ, ডিঙিয়ে

5. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো —

নদী	একটি নদী ছিল ।
সাঁকো	
ঝগড়া	
ছাগল	
জল	
মুখোমুখি	

পাঠ — 18

বনের পশু

নিজে পড়ো ও শেখো —

সিংহ মামার তালুক,
সেথায় থাকে ভালুক।
বাঘের ভায়া চিতা,
নেকড়ে - বাঘের মিতা।
হুক্কা - হুয়া শেয়াল
গাইছে রাতে খেয়াল।
তিনটি হনুমান
লেজ দুলিয়ে যান।
দেখে বাঁদর ছানা,
ময়ূর মেলে ডানা।
হরিণ ছানা ছোটে,
ভয় নেইকো মোটে।
বনে পশুর মেলা
সারা দিনই খেলা।

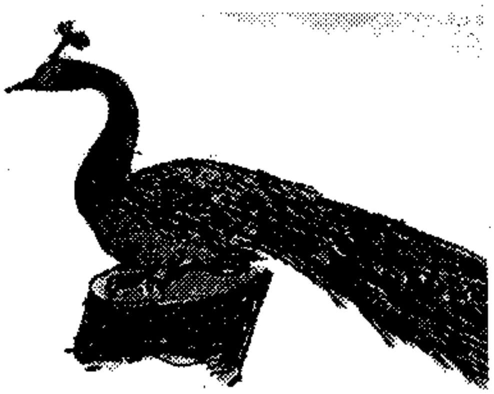

1. পড়ো —

বাঘ ও সিংহ মাংস খায় । ময়ূরের পেখম আছে । নেকড়ে ও চিতা শিকার করে খায় । বাঁদর ও হনুমান ফলমূল খায় । হরিণ ঘাস খায়, জোরে ছোটে ।

2. কয়েকটি পশুর নাম ওলট - পালট করে লেখা আছে সেগুলি ঠিক করে লেখো —

হংসি ———	দরবাঁ ———	মাননুহ ———
লয়াশে ———	মরয়ূ ———	ণরিহ ———

3. লেখো —

হরিণের শিং আছে	
হনুমান গাছে থাকে	
সিংহের কেশর আছে	
ময়ূরের পেখম আছে	
হাতি ঘাস পাতা খায়	
বাঁদর কলা খায়	

4. কিছু শব্দ শুনে লেখো —

পাঠ — 19

নরেন

নিজে পড়ো ও শেখো —

আমার দেশের এক নামী ছেলের কথা বলব । তার নাম ছিল নরেন ।

ছেলেবেলা থেকেই সে চাইত দুঃখীর দুঃখ দূর করতে । একবার সে শীত — কাতর ভিখারিকে দামী শাল দিয়ে দিয়েছিল । সে ছোট জাত বড় জাত মানত না । সে দেশি বিদেশির কোন ভেদ মানত না ।

সে বিদেশে গিয়ে জয়মালা জিতে এনেছিল । ভারতের মান বাড়িয়েছিল ।

মানুষই ছিল তার কাছে ভগবান । মানুষের সেবা করাকেই সে পূজা মনে করত ।

তার তৈরি মিশন আজ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে । তারই নাম হয়েছিল বিবেকানন্দ ।

পাঠ সংকেত ঃ— আগে, বিবেকানন্দের ছেলেবেলায় ভিখারিকে শাল দেওয়া, নানাজাতের হুঁকো খেয়ে জাত যায় কিনা দেখা, চিকাগো ধর্ম সম্মেলনের গল্প বলুন । রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা কর্মের কথাও বলুন ।

1. পড়ো ও লেখো —

ভিখারিকে শাল দিয়ে দিল।
দুঃখির দুঃখ দূর করত।
জাতের ছোট বড় মানত না।

2. হ্যাঁ অথবা না লিখে খালি জায়গাগুলি ভরো —

• নরেনেরই নাম হয়েছিল বিবেকানন্দ ————
• নরেন ভিখারির শাল নিয়ে নিয়েছিল ————
• নরেনের কাছে মানুষই ছিল ভগবান ————
• নরেন দেশি বিদেশির ভেদ করত ————

3. পুরো বাক্যে উত্তর বলো —

• বিবেকানন্দের আগের নাম কী ছিল ?
• নরেন ভিখারিকে কী দিয়েছিল ?
• নরেন বিদেশে গিয়ে কার মান বাড়িয়েছিল ?

4. কিছু শব্দ শুনে লেখো —

পিকু — শুনেছি, ওটা খুব বড় পশু মেলা ।

মিনু — পাটনায় আর কী কী দেখলি রবি ?

রবি — সিনেমা দেখলাম । নাটক দেখলাম । একদিন বাঙলা নাটক দেখলাম । সবাই রবি ঠাকুরের 'শারদোৎসব' করল । ছোটরা করল নাচ গান, বড়রা নাটক ।

মিতুর মা রবিকে কিছু ফল ও পায়েস খেতে দিলেন ।

মিনু — পাটনা থেকে কী আনলি ?

রবি — তিলকুট এনেছি আর খাজা ।

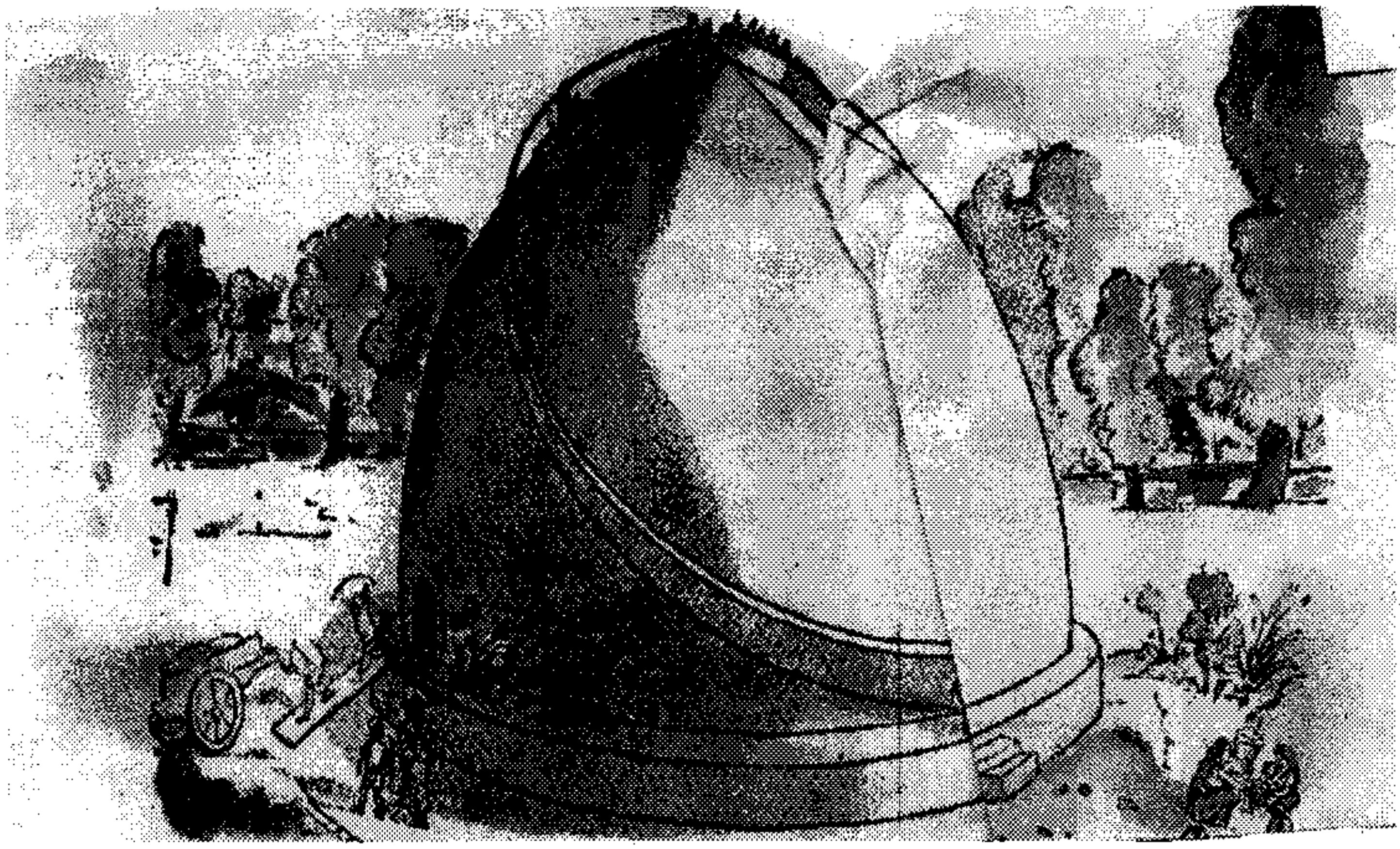

পাঠ — 20

ছুটিতে

নিজে পড়ো ও শেখো —

রবি একদিন পিকুর বাড়ি গেলো । ঘরে পিকুর মা ছিলেন । পিকুর ছোট বোন মিতুও ছিল । রবিকে দেখে মা বললেন — আয় বস । অনেকদিন পরে এলি । এতদিন কোথায় ছিল ?

রবি বলল — কাকিমা, আমরা পাটনা গেছিলাম । সেখানে মেজমামা থাকেন । ছুটিতে মেজমামার কাছে গেছিলাম । আজই ফিরেছি । কাকিমা, পিকু কোথায় ?

কাকিমা বললেন, পিকু ও মিতু তাদের বাবার সংগে গেছে । এখনি এসে পড়বে । তুই বস। বলতে বলতে পিকু ও তার দিদি মিনু ফিরে এল । পিকু বলল — তোরা এতদিন কোথায় ছিলি ?

পিকুর মা বললেন — ওরা পাটনা গেছিল । পিকু – পাটনা কেমন দেখলি ?

রবি — পাটনা খুব বড় শহর । সেখানে অনেক কিছু আছে । আমরা চিড়িয়াখানা দেখেছি । গোলঘরে উঠেছি । জাদুঘরেও গেছি । গঙ্গানদীর উপর পুল দেখেছি । পুল পেরিয়ে, বাসে করে শোনপুরের মেলা দেখতে গেছি ।

1. **মৌখিক উত্তর দাও —**

- পিকুর ছোট বোনের নাম কী ?
- পিকুর দিদির নাম কী ?
- পাটনায় রবির কে থাকে ?
- রবি পাটনায় কী কী দেখেছে ?
- রবি পাটনা থেকে কী কী এনেছিল ?
- রবি কাদের বাড়ি গেল ?
- রবি ছুটিতে কোথায় গেছিল ?
- শোনপুরে কিসের মেলা বসে ?
- মিতু রবির কে হয় ?
- মিতুর মা রবিকে কী কী খেতে দিয়েছিলেন ?

2. **নিচের শব্দগুলি পূর্ণ করো —**

কা····মী	পাট····	গে····লাম	শোনপু····
····দুঘর	তি····কুট	গো····ঘর	শা····দো····সব

3. **পড়ো —**

ভাই — বোন	দিদি — দাদা
বাবা — মা	কাকি — কাকা
জেঠা — জেঠি	মামি — মামা
পিসে — পিসি	মাসি — মেসো
দাদু — দিদিমা	ঠাকুমা — ঠাকুরদা

4. **পড়ো ও বোঝ —**

বই পড় ।	ধুতি পর ।	একের পর দুই	গাঁয়ে আপন পর দেখেনা ।
নদীর ধার ।	ছুরির ধার ।	টাকা ধার নিওনা ।	
ছোট নদী ।	ছোট, ছুটে গিয়ে ধর ।		
চোখ মেলে চায় ।	ভাত খেতে চায় ।		
ডাকলে, তাই এলাম ।	খোকা তাই তাই দাও ।		

5. **পড়ো ও দেখো, কীভাবে শব্দ জুড়ে বাক্য বাড়ে —**

- আমরা পাটনা গেছিলাম ।
- ছুটিতে আমরা পাটনা গেছিলাম ।
- ছুটিতে আমরা সবাই পাটনা দেখতে গেছিলাম ।

6. **শব্দ জুড়ে বাক্য বড় করো —**

- ওরা সবাই পাটনা.. গেছিল ।
- ....একদিন পিকুর বাড়ি .... ।
- বাসে ক'রে .... মেলা দেখতে .... ।
- পাটনা থেকে .... আনলি ।

7. **দেখে লেখো —**

একদিন		
গোলঘর		
চিড়িয়াখানা		
জাদুঘর		
শোনপুর		
পশুমেলা		

পাঠ — 21

পয়লা বৈশাখ

নিজে পড়ো আর শেখো —

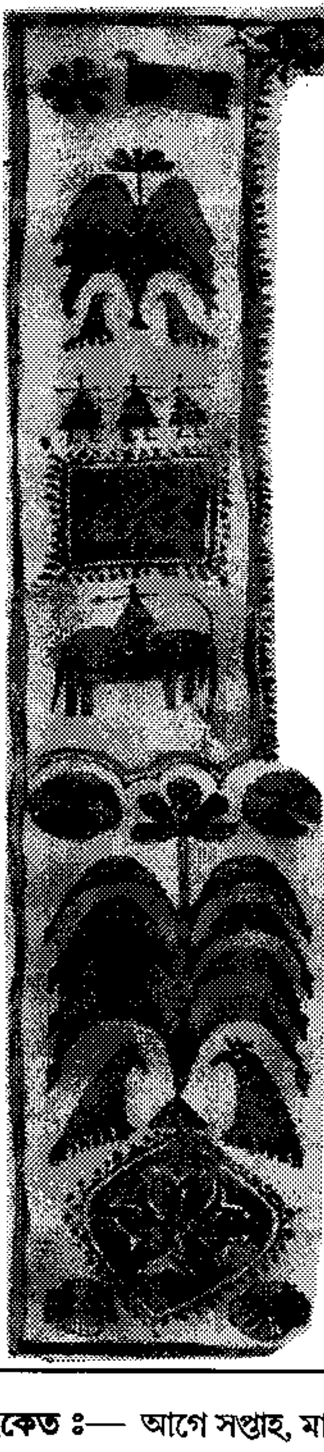

আজ পয়লা বৈশাখ ।
নতুন বছরের প্রথম দিন ।
বাঙালির আজ নতুন
বছরের শুরু ।
শিখদেরও আজ বৈশাখী ।
আজ নতুন বছরের শুরু ।

শহরে গাঁয়ে আজ উৎসব।
ভোরবেলা আজ রতনদাদার দল
পথে পথে বৈতালিক গেয়ে
ফিরেছে । তাতে চিনুমাসির
দলও যোগ দিয়েছিল ।

পাঠ সংকেত ঃ— আগে সপ্তাহ, মাস, বছর সম্বন্ধে বলা যায় । উৎসব বিষয়ে বলতে গিয়ে ধর্ম—সংযুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব (নববর্ষ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, বসন্তোৎসব, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি) বিষয়ে বলতে পারেন ।

আমরা দল বেঁধে হাসপাতালে গেছিলাম। রুগীদের ফুল ও ফল উপহার দিয়ে এসেছি।

দুপুরে ইস্‌কুলের মাঠে আমরা 'কবিতা বলা' ও বসে আঁকা তে যোগ দিয়েছি। আমি একটা কাপ পেয়েছি। এষা একটা বই পেয়েছে।

বাবা বিকাল হতেই গেছেন দীনু সাহার দোকানে। সেখানে হালখাতা হবে। খাওয়া দাওয়া হবে।

সাঁঝের বেলা ইস্‌কুলের হল ঘরে উৎসব হবে। আলপনা ও আমের শাখা দিয়ে হলঘর সাজানো হয়েছে। রবি ঠাকুর ও নজরুলের গান হবে। ঋতু উৎসবের নাচ হবে। মিনুদের ইস্‌কুলের বড় দিদিমণি নাচ শিখিয়েছেন।

নেতাজী সংঘের ছেলেরা নাটক করবে। সুকুমার রায়ের নাটক —'অবাক জলপান'। তারপর সবাইকে জিলিপি ও নাড়ু দেওয়া হবে।

পাঠ সংকেত ঃ— হালখাতা, বৈতালিক, বসে আঁকো ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা বিষয়ে বলুন।

1. পড়ো —

বৈশাখ, উৎসব, বৈতালিক, হাসপাতাল,

উপহার, হালখাতা, কবিতা বলো, বসে আঁকো,

ইস্‌কুল, নজরুল, রবি ঠাকুর, দিদিমণি,

নেতাজী, সংঘ, নাটক, জলপান,

সুকুমার।

2. উত্তর দাও —

- বাংলা নতুন বছর কবে শুরু হয় ?
- বৈতালিক কখন গাওয়া হয় ?
- হাসপাতালে রুগীদের কী দিয়েছিল ?
- এষা কী পেয়েছে ?
- দীনু সাহার দোকানে কী হবে ?
- হলঘর কী দিয়ে সাজানো হয়েছে ?
- নেতাজী সংঘের ছেলেরা কী করবে ?

3. বাঁদিক ও ডানদিকে যাদের সংগে যার যোগ আছে তাদের রেখা দিয়ে জুড়ে দাও —

শিখা	বৈতালিক
রতনদাদা	রুগী
হাসপাতাল	বৈশাখী
ইস্‌কুল	হালখাতা
নেতাজী সংঘ	বড় দিদিমণি
ঋতু উৎসব	অবাক জলপান
দীনু সাহা	বসে আঁকো

4. **নিচের যে কথাগুলি ঠিক নয়, তার পাশে X চিহ্ন দাও —**

- পয়লা আষাঢ় নতুন বছর শুরু হয় । (X)
- রতনদাদারা বৈতালিক গেয়েছে । (   )
- রুগীদের ওষুধ দিয়েছিলাম । (   )
- আমি একটা বই পেয়েছি । (   )
- দীনু সাহার দোকানে হালখাতা হবে । (   )
- ইস্কুলের মাঠে উৎসব হবে । (   )

5. **লেখো —**

আলপনা	উৎসব	হালখাতা
বৈতালিক	নজরুল	হাসপাতাল

6. **পড়ো —**

ভোর বেলা	সকাল বেলা	দুপুর বেলা
বিকাল বেলা	সাঁঝ বেলা	রাতের বেলা

7. **শুনে লেখো —**

উৎসব, বৈতালিক, হালখাতা, নেতাজী, উপহার,

8. **করতে পারো —**

তোমাদের ইস্কুলে পয়লা বৈশাখের উৎসব করো ।

পাঠ — 22

হাট

নিজে পড়ো ও শেখো —

শনিবার হাটবার কত বিকি কিনি
শাক পাতা কলা আতা চাল ডাল চিনি ।
ধুতি শাড়ি হাঁড়িকুড়ি মাছ ডিম ঝুড়ি
কুলো ধামা জুতো জামা কাঁটা ফিতে চুড়ি ।
নুন তেল জিরে ধনে মুসুর কলাই
টোকা ছাতা কড়া হাতা কচুরি মেঠাই ।
কিছু বাকি নাই ।।

1. কবিতাটি মুখস্থ করো ঃ

2. লেখো —

শনিবার	রবিবার	সোমবার	বুধবার

3. কবিতাটিতে যে সব খাবার জিনিসের নাম আছে, নিচে তাদের নাম লেখো ঃ

4. নিচের শব্দগুলিকে পূর্ণ করে খাবার জিনিসের নাম লেখো —

বে····ন	···· লু	পেঁ····জ	বাঁধা····পি
মূ····	পা····ং	কুম····	····টল
····উ	ট ····টো	কাঁচ ····লা	শাল····ম

5. ছবির নিচে তাদের নাম লেখো —

	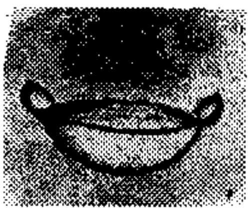			

6. কবিতাটি থেকে, যেসব জিনিস খাওয়া হয় না, তাদের নাম লেখো —

ধুতি			

7. নিচে লেখা, যেসব জিনিসগুলি খাওয়া হয়না সেগুলি কেটে দাও —

পেয়ারা	গামলা	পেরেক	নুন	আগুন
ঝাঁটা	জিলিপি	গেলাস	কলম	তেঁতুল
আখ	রেডিও	পানতুয়া	কেরোসিন	আনারস

9. নিচে কয়েকটি জিনিসের নাম ওলট পালট করে লেখা আছে।
সেগুলি ঠিক করে নিয়ে লেখো —

দুরইঁ ———— রয়াচে ———— টেলবি ————

বাশলি ———— কাঁলঠা ———— মরিশা ————

বানসা ———— মড়াকু ———— তিলবা ————

পাঠ — 23

তপোবন

নিজে পড়ো ও শেখো —

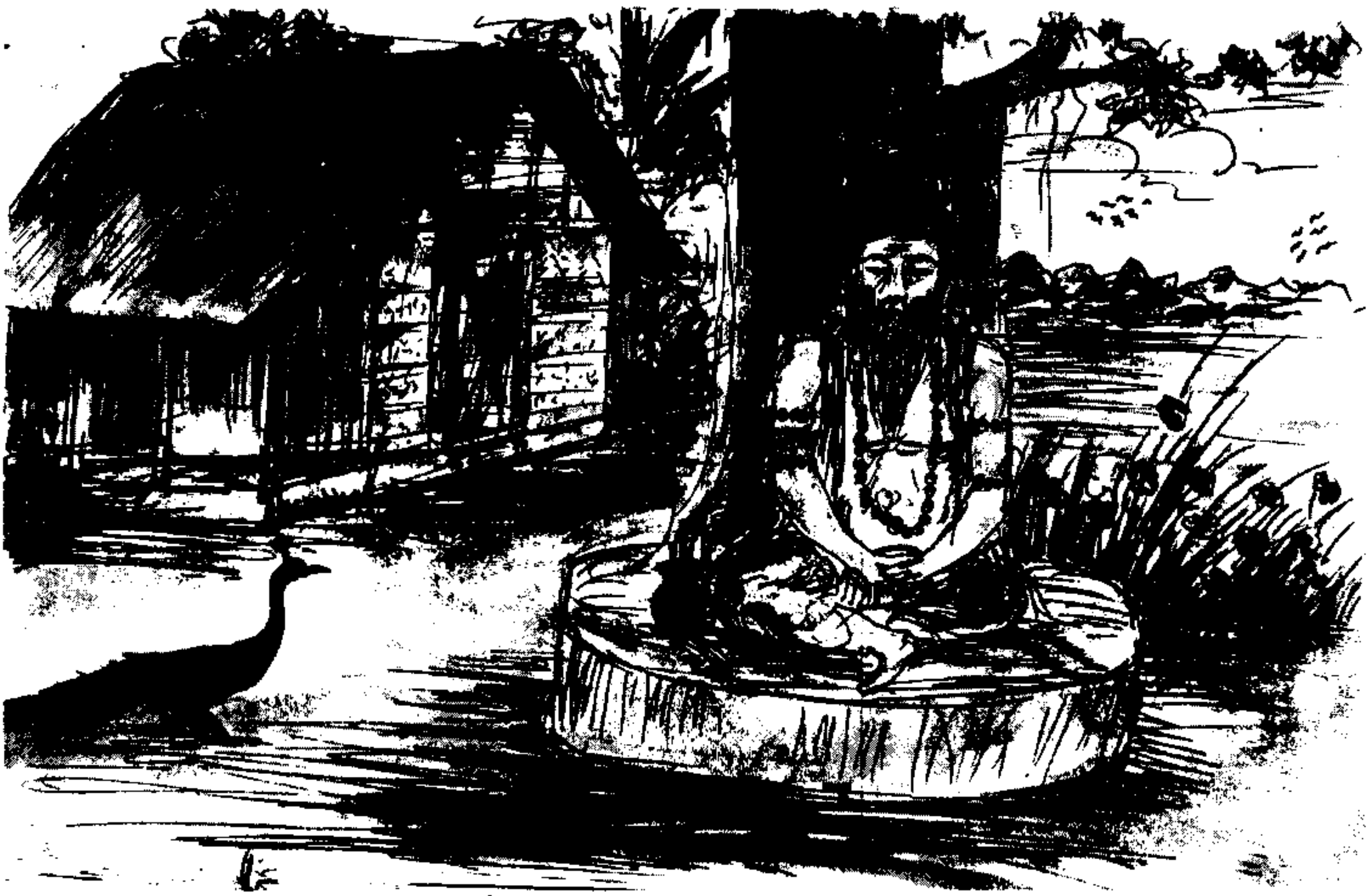

এক যে ছিল বন; তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট; সারি সারি তাল তমাল; পাহাড় পর্‌বত্‌; আর ছিল ছোটো নদী মালিনী ।

মালিনীর জল বড়ো থির — আয়নার মতো । তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া —— সকলি দেখা যেত । আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া ।

নদী তীরের বনে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস কত বক সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত, কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত।

দলে -- দলে হরিণ, ছোটো – ছোটো হরিণ শিশু, কাশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত।

(অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর)

1. বনের একটা ছবি আঁকো ।

2. পুরো কথায় উত্তর লেখো —

- বনে কী কী গাছ ছিল ?

বনে....................................

- নদীতে কিসের কিসের ছায়া পড়ত ?

নদীতে....................................

- বনে কী কী পাখি ছিল ?

বনে....................................

- নদীর নাম কী ছিল ?

নদীর....................................

- কোটরে কোন্ পাখি থাকত ?

কোটরে....................................

3. নিচে দেখানো মত শব্দ তৈরি করো —

আতা ছিল
তাল

গাছ যাওয়া
____

দিন দীন
____

কুটির মায়া
____

বাতাস সারি
____

বক দিন
____

4. শেষ বর্ণের মিল যুক্ত যে কোনো শব্দ লেখো —

দাদা	ঘর	কান	হাত	থালা
কাদা				
মাছ	কাঠি	দেখা	শেয়াল	মৌচাক

5. নিচে ছবির পাশে তাদের নাম লেখো —

____

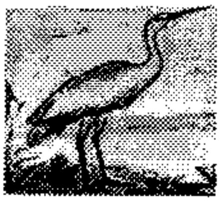 ______________

____

____

____

6. গাছের নাম পড়ো —

বট, তাল, খেজুর, বাঁশ,

নিম, শাল, বট, পলাশ,

পাঠ — 24

বন ভোজন

নিজে পড়ো ও শেখো —

ঘাটশিলায় থাকতেন বিভূতিভূষণ । বনে জংগলে বেড়াতে ভালবাসতেন । একদিন বললেন — চল, সবাই ফুলডুংরি গিয়ে চড়ুই ভাতি করি ।

সবাই বলল – বরং চলুন দলমা পাহাড় । সেখানে বনভোজন হবে ।

পাঠ সংকেত ঃ— বনভোজন বা চড়ুইভাতি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অরণ্যপ্রেম, ঘাটশিলা ও দলমা পাহাড়, ইউরেনিয়াম পাহাড় প্রভৃতি সম্বন্ধে একটু বলে দিন । এই প্রসঙ্গ নিয়ে অরণ্য সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা সম্বন্ধে বলুন ।

পরদিন ছিল শনিবার । জিপে চড়ে দলমা পাহাড়ের নিচে গিয়ে পৌঁছলাম । সেখান থেকে হাঁটা পথ ।

শাল, পিয়াল, মহুয়া ও কেঁদ গাছের জংগল । আমলকি, কুল, কুসুম পলাশ গাছের ছড়াছড়ি । কত রকমের লতা - পাতা কত ঝোপঝাড় । ফুলে ফুলে ভরা। বিভূতি জেঠু আমাদের সব গাছপালা চেনালেন । তাদের নাম বললেন ।

সবাই নদীর ধারে, গাছের ছায়ায় বসলাম । সেখানে উনুন তৈরি হ'ল । আমরা কাঠ, জল ও পাতা নিয়ে এলাম । শালপাতা গেঁথে থালা-বাটি তৈরি করা হ'ল ।

ভোলাদাদা আর কালি সোরেণ রাঁধতে বসল । ভাত, বেগুন ভাজা আর মাংসের ঝোল রাঁধা হ'ল ।

দুপুর বেলা মহা ধুম করে ভোজ হ'ল । দেখি, একটা কুকুর এসে হাজির । একদল কাক এ'ল, শালিক এল । এঁটো খাবার লোভে ।

বিভূতি জেঠু বললেন — জংগলে অনেক রকম পাখি আছে । আছে টিয়া, কাঠ-ঠোক্‌রা, কোকিল, বক, আর আছে ময়ূর ।

নুরুল বলল – এ বনে বাঘ আছে শুনেছি । বিভূতি জেঠু বললেন — বাঘও আছে, হাতিও আছে । হরিণ, বুনো শুয়োর, বুনো মোষ, হায়নাও আছে । খরগোশ, সজারু আর বেজি আছে। ছোট বড় সাপও আছে । আমি বহুবার হাতির পাল দেখেছি । যাদুগোড়ায় ইউরেনিয়ামের পাহাড় আছে জানো তো । সেখানে একবার বাঁদরের পাল আমায় তাড়া করেছিল।

তিনি বললেন — বেলা পড়ে আসছে । এবার চল, ফেরা যাক । হাতির পাল বেরোলে বিপদে পড়ব ।

আমরা জিপে চড়ে ফিরে এলাম ।

1. **পড়ো —**

পাহাড়, আমলকি, কুসুম, পলাশ, ঝোপঝাড়,

শালপাতা, বিভূতিভূষণ, জংগল, কাঠ -ঠোকরা,

সজারু, যাদুগোড়া, ঘাটশিলা, বুনোশুয়োর

2. **পড়ো ও লেখো —**

শাল গাছের পাতা ।

কেঁদ গাছের ফল ।

পিয়াল গাছের কাঠ ।

মহুয়া গাছের ফুল ।

কুল গাছের ফল ।

কুসুম গাছের পাতা ।

আমলকি গাছের ফল ।

পলাশ গাছের ফুল ।

3. **পুরো কথায় উত্তর দাও —**

- কে জংগলে বেড়াতে ভাল বাসত ?
- কোন্ পাহাড়ে চড়ুইভাতি হ'ল ?
- জংগলে কী কী ফলের গাছ ছিল ?
- কী দিয়ে থালা বাটি তৈরি হ'ল ?
- ইউরেনিয়ামের পাহাড় কোথায় ?

4. **জংগলের গাছগুলির নাম লেখো —**

5. জংগলের চারটি পাখির নাম লেখো —

6. জংগলের চারটি গাছের নাম লেখো —

7. নিচের শব্দগুলিতে একটু ভুল আছে, ঠিক করে লেখো —

খাটশিল ____________ বল ভোজন ____________

লতাপাতি ____________ বিভূতিভাষণ ____________

ডালপাতা ____________ মাছপালা ____________

খরগোল ____________ যাদুপোড়া ____________

8. লেখো —

ফুল ডুংরিতে চড়ুইভাতি করি।

দুপুর বেলা ভোজ হ'ল।

বাঘও আছে, হাতিও আছে।

9. লেখো —

গাছ বাঁচাও। জংগল বাঁচাও। জীবদের বাঁচাও।

পরিবেশ বাঁচাও। তবেই মানুষও বাঁচবে।

10. পড়ো ও বোঝো —

• বই পড়ব ।	বিপদে পড়ব । •
সে আপন পর মানেনা ।	পরদিন ছিল শনিবার । •
বেলা পড়ে আসছে ।	সে বই পড়ে আসছে । •
সেখান থেকে হাঁটা পথ ।	কুমিরের হাঁ টা খুব বড় ।
• শাল গাছের পাতা ।	বিছানা পাতা আছে ।
• কাক ও বক উড়ছে ।	বক্‌বক্‌ কোরোনা ।
• হাতির পাল দেখেছি ।	পাল তোলা নৌকা ।

11. নিচে আঁকা ছবির পাশে তাদের নাম লেখো —

________ 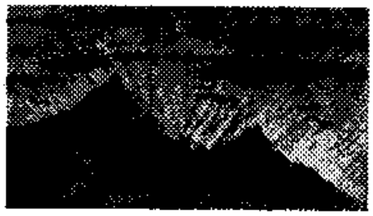 ________

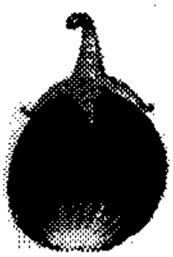 ________ ________

________ ________

________ 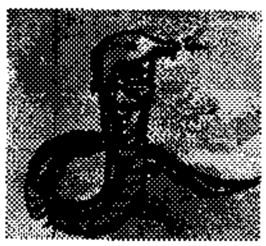 ________

পাঠ — 25

দিন ও মাসের তালিকা

১৪১৪ বৈশাখ ১৪১৪					
রবি	১	৮	১৫	২২	২৯
সোম	২	৯	১৬	২৩	৩০
মংগল	৩	১০	১৭	২৪	৩১
বুধ	৪	১১	১৮	২৫	
বৃহস্পতি	৫	১২	১৯	২৬	
শুক্র	৬	১৩	২০	২৭	
শনি	৭	১৪	২১	২৮	

ক্যালেণ্ডারের
ছবি

পয়লা মাসের আজ দোসরা তারিখ।
তেসরা বা চৌঠায় বাড়ি যাবো ঠিক।
পাঁচই ফিরবো বাসে, ছয়ই অফিস,
সাতই, আটই তুই বাড়িতে থাকিস।
নয়ই, দশই এই গোটা দুই দিনে,
তোর যা যা দরকার সব দেবো কিনে।।

1. কবিতাটি মুখস্থ করো—

2. পড়ো, বোঝো ও লেখো—

এক	এক	পয়লা	পয়লা
দুই		দোসরা	
তিন		তেসরা	
চার		চৌঠা	
পাঁচ		পাঁচই	
ছয়		ছয়ই	
সাত		সাতই	
আট		আটই	
নয়		নয়ই	
দশ		দশই	

3. পড়ো—

পয়লা বৈশাখ, দোসরা আষাঢ়, তেসরা পৌষ।

1 ১	6 ৬	11 ১১	16 ১৬
2 ২	7 ৭	12 ১২	17 ১৭
3 ৩	8 ৮	13 ১৩	18 ১৮
4 ৪	9 ৯	14 ১৪	19 ১৯
5 ৫	10 ১০	15 ১৫	20 ২০

পাঠ — 26

ঠিক্ ঠিক্

চিক্ চিক্ করে বালি,
ঝিক্ মিক আলো।
ফিক্ ফিক্ হাসো কেন,
ঠিক্ ঠিক্, বলো।
টিক্ টিক্ চলে ঘড়ি,
ঝিক্ ঝিক্ গাড়ি।
কোঁক্ কোঁক্ কর কেন
ছাড়ছে কি নাড়ি ?
খুক্ খুক্ কাশে কে রে,
ঘুস্ ঘুসে কাশি ?
চুক্ চুক্ বড়ি চোষো
এনে দেবে মাসি।
খিক্ খিক্ হাসে দেখি
লিক্ লিকে ছোঁড়া
থিক্ থিক্ পোকা ভরা
তার দাঁত গোড়া।
ফুক্ফুক্ বিড়ি টেনে
ধুক্ধুক্ বুকে,
ফুসফুসে রোগ ভরো
বলো কোন্ সুখে ?

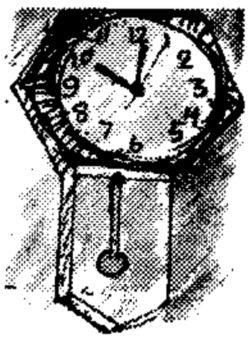

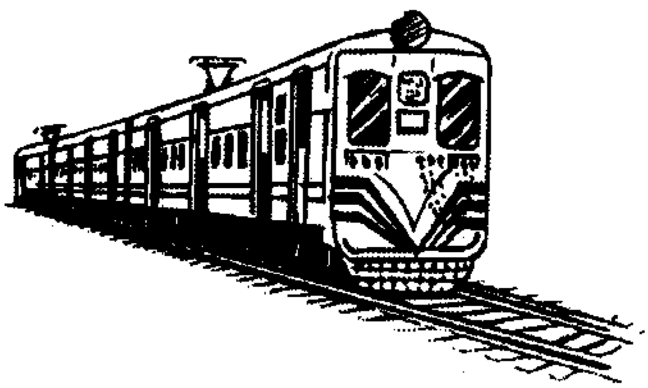

পাঠ সংকেত ঃ— এতে যে দ্বৈত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা সব ভারতীয় ভাষারই বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের নতুন শব্দের প্রয়োগ বলে দিয়ে সহজ ছোট ছোট বাক্য রচনা করান।

1. কবিতাটি মুখস্ত করো ঃ

2. পুরো বাক্যে উত্তর বলো ঃ

- ঘড়ি কী করে চলছে ?
- কী করে হাসছে ?
- গাড়ি কী ক'রে চলছে ?
- কী ভাবে কাশ্‌ছে ?
- কাশিটা কী রকম ?
- দাঁতে কী রকম পোকা ভরা ?

3. পড়ো ঃ

- ঘুর ঘুর করছ কেন ? ঢুল ঢুল চোখে দেখছে।
- ঝক্‌মকে পোশাক। চড়চড়ে রোদ।
- কন্‌কনে শীত। ফিনফিনে ধুতি।
- ঘঙ্‌ ঘঙ্‌ কাশি। মিন্‌মিনে গলা।
- ধব্‌ধবে সাদা। টক্‌টকে লাল।
- কুচকুচে কালো। ফুটফুটে সাদা।

4. লেখো ঃ

সাদা ———	কালো ———	লাল ———
শীত ———	রোদ ———	গলা ———

5. লেখো ঃ

ঝিক্‌ মিক্‌, ধুক্‌ ধুক, খিল্‌ খিল্‌

পাঠ — 27

শক্তের ভক্ত

যখন গুরু দৃষ্টি রাখে।
পোড়োরা সব ঠান্ডা থাকে।

গুরু যখন পিছনে ফেরে,
আড় নয়নে সবাই হেরে !

ঢুকলে গুরু ঘরের কোণে,
দস্যিগিরি জাগে মনে !

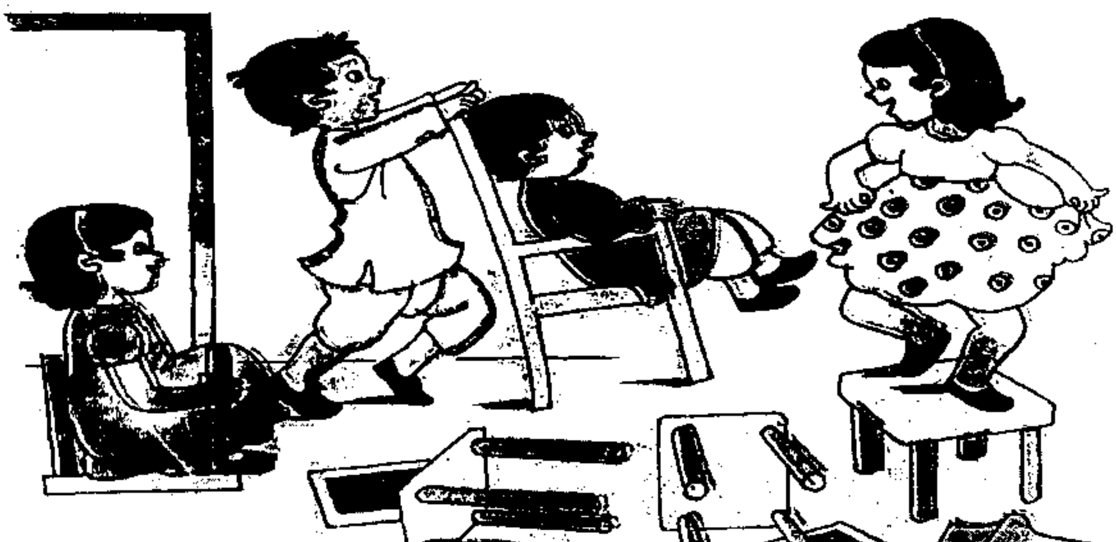

তার পরেতে দুড়দাড়,
পাড়াসুদ্ধ তোলপাড় !

পাড়াতে এসেছে এক নাড়ি টেপা ডাক্তার
দূর থেকে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার ।
নাম লেখে ওষুধের, এ দেশের পশুদের,
সাধ্য কি পড়ে তা, অতি বড় জাঁক তার ।